www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৫ পৌষ – ২১ পৌষ, ১৪২৩ ঃ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ – ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 11, 31 December, 2016 - 6 January, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্ডেন অ্যান্ড নার্সারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলাদের মন্তেসরী প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তি চলিতেছে।
২১, কে.বি. বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মো : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এইডস, ব্লাড সুগার, অ্যালঝাইমারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু

রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ৫০ টি অত্যাবশকীয় ওষুধের দাম বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় সরকার এর ফলে এইসব ওষুধের দাম কমবে অনেকটাই। এছাড়া আরও ১৯ টি ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার।

রবিবার : নির্বাচনে লড়া নয়, আন্দোলনে নামা নয়। শুধু ডোনেশন

ও চাঁদা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বানানো ২৫৫ টি রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃত তালিকা থেকে ছেটে ফেলল নির্বাচন কমিশন। কে বা কারা ওইসব দলগুলিকে চাঁদা দিয়েছে ও সেই অর্থ কোথায় গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার : বড়দিন কাটল না স্বস্তিতে। চারদিকে যখন আনন্দের

ফোয়ারা তখন ফিলিপিন্সের দক্ষিণে মিনদানাও দ্বীপের এক গির্জার সামনে গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত হলেন ১৬ জন। কলকাতার মাদার হাউসও দিন কাটাল জঙ্গি হানার আশঙ্কায়।

মঙ্গলবার : অগস্তা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান

এসপি ত্যাগীকে ২ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড ও তদন্তকে প্রভাবিত না করার শর্তে জামিন দিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত।

বুধবার : অগ্নি ৫ ক্ষেপনাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণের পর জ্বালা ধরেছে

চিনের। ভারতকে তাদের প্রশ্ন এর লক্ষ্য কী চিন? চিনের কাছে পাল্টা প্রশ্ন কোনও দেশের দিকে তাকিয়ে কী ক্ষেপনাস্ত্র বানানো হয় চিনে? চিনকে টার্গেট করার মতো কোনও কারণ ঘটেছে কী?

বৃহস্পতিবার : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিদিন অশিক্ষার

কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ তার সাম্প্রতিক প্রমাণ। অসহযোগিতার অভিযোগে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিলেন মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার : আয়কর হানায় ধৃত পরশমল লোধা প্রতিদিন উন্মোচিত

করছেন অসাধু ব্যবসায়ীদের চরিত্র। কালো টাকা, সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট কী নেই এদের ঝুলিতে? তামিলনাড়ুতেও এক ব্যবসায়ীর ৬ কোটি টাকা জমা দিতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনা অক্সিজেন জোগাচ্ছে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দাদার কীর্তি ধরতে তৎপর সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নোট বাতিলের ঘোষণায় এমনিতেই ২০১৬ সেরা বছরের তালিকায় ঢুকে পড়েছে। একেবারে শেষবেলায় ৩০ ডিসেম্বর সিবিআইয়ের হাতে রোজভ্যালি কাণ্ডে ভারতবর্ষের তৃণমূলী সাংসদ অভিনেতা তাপস পালের গ্রেফতারি বছরটাকে আরও ঘটনাবহুল করে তুলল।

রোজভ্যালি নামক চিটফাণ্ডের মালিক গৌতম কুণ্ডু গ্রেফতার হয়েছিলেন আগেই। সংস্থার কর্মীদেরও লাগাতার জেরা করেছে সিবিআই। উঠে এসেছে তাবড় তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম। সেই সূত্র ধরে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস পালকে নোটিশ ধরায় সিবিআই। প্রায় চার ঘন্টা জেরার পর নানা প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হল এই তারকা সাংসদকে। সিবিআই সত্রে জানা গিয়েছে রোজভ্যালির ফিল্ম ডিভিশনের ডাইরেক্টর হয়ে কত টাকা নিয়েছিলেন তাপস তার জবাব দিতে পারেননি তিনি। অসহযোগিতার অভিযোগে তাকে হেফাজতে নেয় সিবিআই। জানা গিয়েছে ওই দিনই রাত্রে

৩০ ডিসেম্বর সিবিআই দফতরে সাংসদ তাপস পাল

তাপসকে নিয়ে ওড়িশায় গিয়ে ফের জেরা করা হবে।

এরপর সুদীপের পালা। বেশ কয়েকবার নোটিশ পেয়েও তিনি হাজির হননি সিবিআই দফতরে। তবে আগামী ৩ জানুয়ারি নাকি তিনি আসবেন বলে জানিয়েছেন। জেরা করা হবে তাঁকেও। সিবিআই সূত্রে আরও জানা গিয়েছে পরবর্তী নোটিশ অপেক্ষা করছে আরও বেশ কিছু হেভি ওয়েট নেতা মন্ত্রীদের জন্য।

এদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআইয়ের এই ভূমিকাকে মোদি বিরোধিতার প্রতিহিংসা বলে আখ্যা দিয়েছেন। জানিয়েছেন গ্রেফতারে ভয় পান না তিনি। চালিয়ে যাবেন প্রতিবাদ। মমতাও একটি তালিকা পেশ করে বলেছেন এরপর কাদের ধরা হবে তা তিনি জানেন। বিরোধীরা অবশ্য এই গ্রেফতারের সঙ্গে নোট বাতিলের বিরোধিতার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে করে না। তাদের দাবি নোট বাতিল গত দেড় মাসের ঘটনা। রোজভ্যালি কাণ্ডের গ্রেফতারি চলছে তার অনেক আগে থেকে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ তৃণমূলে অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দমদম : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রোধে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দলের বিভিন্ন নেতা, কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আজও লিপ্ত। এরকম নজির ইতিপূর্বে বহুবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। সম্প্রতি আবারও এর উদাহরণ পাওয়া গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ দমদম পুরসভায়। এই পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনিতে ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে একটি সুইমিং পুলের দখল নিল দলেরই অন্য গোষ্ঠী। যাকে কেন্দ্র করে এই কলোনিতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, এতদিন এই সুইমিং পুলটি জেলা যুব তৃণমূলের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রণব দে ও তার অনুগামীরা চালাচ্ছিলেন। প্রণববাবু এই সুইমিং পুল ও ক্লাবের সম্পাদকও ছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক আগে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সত্যব্রত সাঁতরা লোকজন নিয়ে গিয়ে সেটি দখল করে নেন, বলে অভিযোগ। প্রণববাবুরা বাধা দিলেও কোনও কাজ হয়নি। এই ঘটনার জেরে দমদমে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে চলে এল। প্রণববাবু ও তার অনুগামীরা বিষয়টি জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষকে জানিয়েছেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, প্রণববাবুরা এক বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত। অন্যদিকে সত্যব্রতবাবু ও তার অনুগামীরা রাজ্যসভার এক সদস্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

প্রণববাবু বলেছেন, 'আমি বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। দল যা ব্যবস্থা নেবে, আমরা তাই মেনে নেব।' যদিও সত্যব্রতবাবু ক্লাব ও সুইমিং পুল দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি এটা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। কিছু বলবও না। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন কি হয়েছে।' এ বিষয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূলের পর্যবেক্ষক

উত্তর ২৪ পরগনা

তথা বিধানসভার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমি বিস্তারিত জানি না। তবে দলের মধ্যে কোনও মত বিরোধ থাকলে দলেই তার সমাধান করা হবে।' উল্লেখ্য ১৯৯৭ সালে তৎকালীন রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি এই সুইমিং পুলটি উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীও হাজির ছিলেন। এক সময় সুভাষবাবুর অনুগামীরাই এই সুইমিং পুল ও ক্লাবটি চালাতেন। সিপিএমের তাবড় নেতারা এখানে বসে থাকতেন। কিন্তু ২০১১ সালের কিছু আগে থেকেই দমদমের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। সেই সময় এই ক্লাব ও সুইমিং পুলের দখল নেয় তৃণমূল। বর্তমানে এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন তৃণমূল নেতা প্রণব দে। কিন্তু তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠী এই ক্লাব সুইমিং পুলের দখল নেওয়ার চেষ্টা চালায়। সেই মতো কয়েকদিন আগেই প্রণববাবুর গোষ্ঠীকে হটিয়ে দিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুগামীরা এটির দখল নেন। স্থানীয়রা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুদিরাম কলোনির বাসিন্দারা ক্ষুদিরামের জন্মদিনে এই কিশোর বিপ্লবীর জন্মদিন পালন করতেন। কিন্তু এবার এই কলোনির লোকজনকে বাদ দিয়েই স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুগামীরা তা পালন করেছেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই অনুষ্ঠানে সিপিএমের এক নেতাও হাজির ছিলেন। যার আবার একটি পানশালা ও বোলপুরের একটি হোটেল চলে। যা নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরেই ক্ষোভ ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, দমদমে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। কিন্তু জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের হুঁশিয়ারিতে কয়েকদিন প্রকাশ্যে সেভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা যায়নি। কিন্তু ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় জেলা নেতৃত্ব যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও হতাশ। জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'কোনও দখলদারি করা যাবে না বলে আগেই সব নেতৃত্বকে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন তা মানছেন না। আমরা তাই খুব শীঘ্রই দু'পক্ষকে ডেকে সতর্ক করে দেব। এবার দলের নির্দেশ না মানা হলে, দল কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবে না।'

জঙ্গি হানা প্রতিরোধে তৎপর রাজ্য ও কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথেষ্ট উদ্বেগে আছে। কারণ এতদিন রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, জঙ্গিহানার আশঙ্কা ও অন্যান্য দেশ বিরোধী চক্রান্তের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাত। সেই মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে ব্যবস্থা নিত। বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। নবান্নকে না জানিয়ে রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে কোনও রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠাতে নিষেধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যৌথ সিদ্ধান্তের সমন্বয়ের অভাব দেখা দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, নোট বাতিলের ধাক্কায় এ রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে থাকা মৌলবাদী জেহাদি জঙ্গিরা যথেষ্ট বিপাকে পড়েছে। খাগড়াগড় কান্ডের পর এনআইএ যথেষ্ট তৎপরতা দেখানোও, জঙ্গি কার্যকলাপ থমকে গিয়েছে।

বীরভূমে জঙ্গি মুসাকে গ্রেফতারের পর, ওপার বাংলা ও এ রাজ্যের অনেক জঙ্গি জেহাদি এখন পুলিশের খাঁচায় বন্দী। এ রাজ্যে জামাত–উল–মুজাহিদিন, ও আইএস ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জেহাদি গোষ্ঠী নতুন করে তাদের দেশ বিরোধী কর্মসূচি শুরু করেছে। ধর্মের জিগির তুলে নতুন করে জেহাদি সদস্য বাড়াতে তৎপর হয়ে উঠেছে মৌলবাদিরা। এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাঁধানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাদেরই ইন্ধনে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে অনেক আগেই সতর্ক করেছে— যে কোনও মুহূর্তে এ রাজ্যের বড় ধর্মীয় প্রতষ্ঠান বা মেলা, রেল স্টেশন, হাসপাতাল, শপিং মলে জঙ্গি হানা হতে পারে বলে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এবার কোথাও কুম্ভ মেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরে প্রচুর পুণ্যার্থীর আগমন ঘটবে। সূত্রের দাবি ১০–১৫ লক্ষ পুণ্যার্থী এবার গঙ্গাসাগরে আসতে পারে। এতবড় মেলায় জঙ্গিহানার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, এবার অনেক আগে থেকেই গঙ্গাসাগর মেলায় পুর্ণ্যার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। মেলায় উপকূল রক্ষীবাহিনীর হোভারক্র্যাফ্ট, হেলিকপ্টারসহ ড্রোন থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সূত্রের খবর আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না। জঙ্গি হানা ও যেকোনও নাশকতা রুখতে রাজ্য ও জেলা পুলিশ যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।

গঙ্গাসাগর মেলায়

প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : সোমবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরের আইটি দফতরে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী সুব্রত

মুখোপাধ্যায়, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা শাসক পিবি সেলিম, জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগীয় দফতরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। এদিন রাজ্যের তিন মন্ত্রী বিধায়ক প্রশাসনের এবং বিভিন্ন বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি কাজগুলি খতিয়ে দেখেন। বৈঠকের শেষে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, এবার গঙ্গাসাগর মেলায় ১২ থেকে ১৩ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমন ঘটবে বলে আমি আশাবাদী। গতবারে গঙ্গাসাগর মেলায় বাজেট ছিল ৫৫ কোটি টাকা। এবারে বাজেট বেড়ে হয়েছে ৬১ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, তীর্থযাত্রীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা, সুলভ শৌচালয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেসেল সহ একাধিক পরিষেবাগুলি পর্যাপ্তভাবে থাকবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এচাড়াও নিরাপত্তা বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন গত বছর মোবাইল টয়লেট ছিল ১২টি। এবারে বেড়ে হয়েছে ১৬টি। এছাড়া ৭,৮০৬টি শৌচালয় থাকছে। মেলায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য থাকছে সব রকমের ব্যবস্থা। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন গঙ্গাসাগর মেলা ১০–১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। পূণ্যস্নান ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের কুম্ভ মেলার ছোট সংস্করণ এই গঙ্গাসাগর মেলা নিরাপত্তার বিষয়ে থাকছে ওয়াচ টাওয়ার, সিসি টিভি, র‍্যাফ, কমব্যাট, বিশাল পুলিশবাহিনী। থাকছে জলপথে নজরদারি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঙ্গাসাগর মেলায় সব রকমভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যাতে তীর্থযাত্রীদের কোনও অসুবিধা না হয়। ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগর মেলা জুড়ে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। থাকছে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা।

ধর্ষিতা কৃষ্ণার আত্মহত্যা অভিযুক্তরা এখনও পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার গাফিলতির জন্য কলেজ ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন এলাকা উত্তাল হয়ে উঠল। বুধবার আত্মঘাতী যুবতীর বাড়িতে গিয়েছিল মহিলা সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব ও সেভ ডেমোক্রেসির টিমও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের বিদ্যানগর কুমোর পাড়ায় কাঙ্গনবেড়িয়া গ্রামের কৃষ্ণা পালের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় মানুষ ও কলেজ পড়ুয়া সবাই উত্তাল হয়ে উঠে। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে পথ অবরোধ করে তারা। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও আইনি ব্যবস্থার গাফিলতির জন্যই এরকম কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হল কৃষ্ণা পালকে।

বিষ্ণুপুর

পড়ুয়া ছাত্রীদের দাবি যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সেখানে তার রাজ্যে মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায়? আজও কেন মেয়েদেরকে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে এবং পরিণামে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হচ্ছে। কিন্তু মূল অভিযুক্তদের মূলত সুধেন্দু পালকে পুলিশ এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারছে না? এইসব নানা অভিযোগ নিয়ে তারা বিক্ষোভ করে। সুধেন্দু পাল জেলে থাকাকালীন তার পরিবারের লোকজন কৃষ্ণা পালের পরিবারের প্রতি নানা রকম চাপ দেয়, তাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এমনকি তারা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ক্রমাগত নির্যাতিতা পরিবারের প্রতি নানারকম হুমকি দিতে থাকে। তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এমনকি রাস্তায় আবার তাকে একা পেলে ধর্ষণও করতে পারে বলে এমনটাই অভিযোগ করেছেন। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে চাপে ও অপমানের গ্লানিতে ওই ছাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। শোকার্ত পরিবারের দাবি শুধুমাত্র প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার অবহেলার জন্যই তাদের মেয়েকে চলে যেতে হল। সোমবার সকাল ১০টার সময় বাড়ির মধ্যে কীটনাশক খায় মেয়েটি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় গ্রামীণ আমতলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত ১৩ অক্টোবর রাতে। সেদিন তার পাড়ার কিছু বান্ধবীদের সঙ্গে স্থানীয় মনসাতলায় দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেখতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। অনেকটা রাত হয়ে যাওয়ায় বাড়ি থেকে একটু দূরে অন্ধকারের মধ্যে তরুণীকে ফাঁকা রাস্তায় আটকায় সুধেন্দু ও তার বন্ধু কার্তিক। সেই রাতে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে ১৬ অক্টোবর থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল কৃষ্ণা পাল। মূল তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত কার্তিক জানা ও সুধেন্দু পালকে গ্রেফতার করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই ধর্ষণের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল বলে জানান কৃষ্ণার মা–বাবা। ঘটনার দশদিন আগে সুধেন্দু জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে এসেই কৃষ্ণা পালকে নানারকম কটুক্তি ও ফের ধর্ষণের হুমকি দিতে থাকে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন জানিয়েছেন যে, ''হুমকির কোনও অভিযোগ পাননি। আত্মহত্যার ঘটনারও কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। তদন্ত করে দোষীকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে।' মৃতার মা বলেন, ''আমরা বিষ্ণুপুর থানায় অভিযুক্ত সুধেন্দু পাল, কানাই পাল, গোপাল পাল, পলাশ পালের বিরুদ্ধে নতুন করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, আত্মহত্যার প্ররোচনা মানসিক অত্যাচার ও প্রাণনাশের হুমকি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বাওয়ালিতে যুবক খুন

স্মরণ সভায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি

কুনাল মালিক

গত ১৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার দক্ষিণ বাওয়ালি গ্রামে শংকর দাস (গান্ধি) নামে এক যুবককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। মৃত যুবকের ভাই শুভঙ্কর দাস থানায় এফআইআর করে। পুলিশ কেস রুজু করে তদন্ত শুরু করে মৃত যুবকের মা আরতি দাস এবং অনুরূপা দাস নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে। তাদের কোর্টে পাঠালে জেল হেফাজত হয়। ওই খুনের ঘটনায় তিন মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস (কেষ্ট), সৌরভ দাস, গৌতম দাস এখনও পলাতক। মূল অভিযুক্তরা ধরা না পড়ায় এলাকার মানুষরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ বাওয়ালি সাউথ কর্নারের মাঠে স্থানীয় গ্রামবাসীদের এবং বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। স্মরণ সভায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। সভার শুরুতে মৃত যুবক শংকর দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর দুই সহোদর শুভঙ্কর দাস ও দীপঙ্কর দাস। বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক রাধানাথ দাস বলেন, ওই ঘটনার পর আমরা ঘুমাতে পারছি না। আমার স্ত্রী ঘটনার সাক্ষী। অপরাধীরা ধরা না পড়ায় আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। দক্ষিণ বাওয়ালি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ডাঃ তুফান বেরা বলেন, পুলিশ অবিলম্বে দোষীদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। সাউথ কর্নারের পক্ষে শংকর দাশের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কিশোর দাস। ডাঃ তরুণ রায় বলেন, আইনের ওপর আস্থা রাখুন, অপরাধীরা নিশ্চয় ধরা পড়বে। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ডাঃ তরুণ রায় বলেন, অনেক সংগঠন এই ঘটনায় যেন ঘোলা জলে মাছ ধরতে না নামেন। বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, এই ঘটনায়

আমি লজ্জিত, কারণ আমার পাড়ায় এই ঘটনা ঘটেছে। স্বপনবাবু আরও বলেন, ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস (কেষ্ট)কে গ্রামেরই মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি করেছেন। মানুষ এখন বুঝতে পারছেন একজন হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, খুনি মানুষকে প্রতিনিধি করেছেন। স্বপনবাবু বলেন, আমি দোষীদের শাস্তি হিসাবে ফাঁসির দাবি করছি। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, অপরাধীরা ধরা না পড়ায় আমি চিন্তিত। বাওয়ালির মতো শান্ত সংস্কৃতি প্রিয় জায়গায় এই ধরনের হত্যাকান্ড আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমি জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। পলাতক অভিযুক্তরা ধরা না পড়লে নোদাখালি থানায় প্রয়োজনে ধর্না দেব। এছাড়াও শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই, তাপস চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ রায়, বাসুদেব কাবড়ী, চিত্তরঞ্জন বাগ, আলোক পাত্র তাঁদের বক্তব্যে অভিযুক্ত পলাতকদের শীঘ্র গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

পুলিশ সূত্রের খবর প্রতিদিনই পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ অভিযান করছে। কিন্তু পলাতকদের ফোনের স্যুইচ বন্ধ থাকায় খোঁজ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় প্রতিবেদককে জানান, 'মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে যে এই ঘটনার মূল অভিযুক্তদের শাস্তি চাইছেন, এটা খুব শুভ উদ্যোগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। প্রয়োজনে সাক্ষী দিতে হবে। তখন যেন মানুষ পিছিয়ে না যায়। স্বপনবাবু বলেন, পলাতক অভিযুক্তদের কোনও খোঁজ খবর কারোর কাছে থাকলে, তারা যেন পুলিশকে তা জানায়, তবেই অপরাধীরা ধরা পড়বে। এদিনের স্মরণ সভা সঞ্চালনা করেন সেখ বাপি। স্মরণ সভার পর বিধায়ক অশোক দেবের নেতৃত্বে নোদাখালি থানায় এক প্রতিনিধি দল আইসি বিশ্বজিৎ পাত্রের সঙ্গে দেখা করেন। আইসি পলাতক অভিযুক্তদের শীঘ্র গ্রেফতারের আশ্বাস দেন।

আগামী বাজেটেই থাকতে পারে ভরপুর নিউক্লিয়াস

আপাতত থমকেই রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মুড

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

বছরের একদম শেষ লগ্নে পৌঁছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে কেমন যেমন একটা ম্যাড়মেড়ে ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছুতেই উঠতে পারছে না নিফটি ও সেনসেক্স। একটু হয়তো এগোলে এক–দুদিন। তারপরেই ফের মুখ থুবড়ে পড়ছে ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি। আসলে এটাই হয়তো এখন আপাত চলন কৌশল ভারতীয় অর্থ বাজারের। এমনিতেই বছরের শেষ। ছুটির মুডে থাকা বিদেশিরা বা ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টররা প্রতি বছরেই এই সময়টা আমোদ উল্লাসে মেতে থাকেন। তাদের অত সময় থাকে না বাজারে লগ্নি করার বা নতুন করে কেনাকাটায় হাত দেওয়ার। বিক্রির বহর যে খুব বেশি হয় তা নয়। যা বেচার তা তো মোটের ওপর নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই চালু হয়ে যায়। সুতরাং নতুন করে আর কেনা–বেচায় সেভাবে অংশ নেয় না এই বিদেশিরা। এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেখা যায় ভারতীয় লগ্নিকারী সংস্থা বা ডোমেস্টিক ইনভেস্টররা সক্রিয় হয়ে ওঠে। মূলত তাদের হাত ধরে ডিসেম্বরের ধস খানিকটা সামলে নিতে পারে বাজার। এই ট্র্যাডিশন গত কয়েক বছর ধরেই চলছে। যথারীতি এবারেও ভারতীয় শেয়ার বাজারে এবারেও সেই পরম্পরা চলছে। বলা যায় সেই ধারার অ্যাকশন রিপ্লে হচ্ছে। ভারতের বাজারে গত নভেম্বর থেকেই বিক্রির গতি তেজিয়ান করেছেন বিদেশি ইনভেস্টররা। আসলে ভারতে পুরনো নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের পর থেকে এই বিদেশিরা খানিকটা দোলাচলে রয়েছেন। এদের একটা অংশ মনে করছে বাজারে বিরাট কিছু ইন্দ্রপতন ঘটবে না এতে। বরং দীর্ঘ মেয়াদে ভারতের শেয়ার বাজার দারুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে, প্রচুর বাষ্প লাভ করবে। আবার একদলের মত নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠ হলেও এ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনীতি কলুষিত হতে থাকায় ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছেন এই অংশের বিদেশিরা। কে না জানে বিদেশি ক্রয়ের পরিমাণ যদি একটা বড় আকারে না আসে তাহলে ভারতের সূচকগুলি কখনও সেভাবে বাড়তে পারবে না।

এই বিদেশিদের আগ্রহ বাড়ার দিকেই তাকিয়ে ভূভারতের লগ্নিকারীরা। সেই রাস্তা প্রশস্ত হতে পারে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের পরই। কারণ এই সময়ই বাতিল নোট জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট কাল শেষ হচ্ছে। তারপর কেন্দ্র যে নতুন কিছু ঘোষণা করতে চলেছে তাও আগের বিবৃতি থেকে জানা গিয়েছে। সেই ঘোষণার মধ্যে রিয়েল স্টেট বা সোনার কারবারে যারা অসাধুতার পথ নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও কি সিদ্ধান্ত যে মোদির ঝুলি থেকে বেরোবে তা কেউ বুঝতে পারছেন না। কারণ এই প্রধানমন্ত্রী অন্তত তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব স্বচ্ছ। তিনি তাঁর বাঁ হাতকেও বুঝতে দেন না আগামী দিনে কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। বলাবাহুল্য সেই সিদ্ধান্তের দিকে কড়া নজর থাকবে বাজারের। এর প্রেক্ষিতে বলা যায় এখন এই কটাদিন বা বছরের একেবারের শেষ পর্বটা যাই যাক, বাজারের চাবিকাঠি ঠিক হবে নতুন বছরের একেবারে গোড়া থেকেই। এমনিতে প্রতিটা নয়া বছরে অন্য সব ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরাও আশা করেন বাজার এবার ভালো থাকবে। বছরের শেষে গিয়ে তার মূল্যায়ন করতে হয়। এই কাটাছেঁড়ার পর্বে এসে দেখা যাচ্ছে ২০১৬ বছরটা তার প্রথম দুটি মাসে রীতিমতো নেতিয়ে গিয়েছিল। ২০১৪ তে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর আসরে বসার পর রকেটের গতিতে এগোতে থাকে বাজার। বস্তুত এর আগের ৫২০০ র জায়গা থেকে মোদির অনুকূল হাওয়ায় ভারতীয় নিফটি প্রায় ৪ হাজার পয়েন্ট পার হয়েছিল। এতটা বাড়ার পর যারা দীর্ঘমেয়াদি লগ্নিকারী তা বুঝেছিলেন এর পর একটা বড় কারেকশন না হলেই নয়। সেই কারেকশন বা সংশোধনী পর্বতেই বাজার এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নিফটির নিরিখে ২ হাজার পয়েন্টেরও বেশি খোয়ায়। ৯২০০ র তুঙ্গীতে থাকা নিফটি চলে আসে ৬৮০০–র ঘরে। ৫২০০ থেকে ৯২০০ র মধ্যে চারহাজার পয়েন্টের ব্যবধান হওয়ায় অনেক বিশেষজ্ঞ। ৭২০০ বা বড়জোর ৭ হাজারকে নিফটির নিচে যাওয়ার লক্ষ্মণরেখা ধরেছিল। সেটাও ভেঙে গিয়েছিল ২০১৬–র ফেব্রুয়ারিতে। সেসময় ভারতের শেয়ার বাজার তলিয়ে যায় ৬৮০০ তে (নিফটি)। স্বাভাবিকভাবেই কিছু অতি শঙ্কা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আরও নিচে দেখছিলেন ভারতের অর্থ বাজারের অবস্থান। অবশ্য সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে বিদেশিদের কেনার তোড়ে ভারতীয় নিফটি, সেনসেক্স ঘুরে দাঁড়ায়। অল্প কিছুদিন আগেই নিফটি যে জায়গা থেকে পড়া শুরু করেছিল ঠিক সেই জায়গার কাছাকাছি বুড়িছোঁয়া দেয়। এর মাঝে ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়া অর্থাৎ ব্রেক্সিট পর্বে বাজারে একটা মহাপতন এসেছিল। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতেও কোনও সমস্যা হয়নি ভারতের শেয়ার বাজারের। প্রথমার্ধের বড় পতনের পরেই দ্বিতীয়ার্ধে জোর কদমে ঘুরে দাঁড়ায় ভারতের সূচকগুলি। আসলে ২০১৬ তে এতসব ভালো রসদ বাজারের হাতে অভাবনীয় ভাবে চলে এসেছিল যে এর ফলে বড় দৌড়ের জমি গড়ে ওঠে। দুবছরের অনাবৃষ্টির পর এবারের ভরপুর বর্ষা, পিএসইউ ব্যাঙ্কগুলির সরকারের উদ্যোগে একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠা, বিশ্ব বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম নিম্নমুখী থাকা সব মিলিয়ে একেবারে ষোলোআনা বাড়ার রাস্তা তৈরি ছিল।

অর্থনীতি

এখানেই সাময়িকভাবে হয়তো অনিশ্চয়তা এনেছে মোদি সাহেবের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত। যদিও এখনই একে নেতিবাচক হিসেবে না দেখে অনেক বড় মাপের শেয়ার বিশেষজ্ঞই বলছেন দীর্ঘমেয়াদের বিজেপি সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তের ভরপুর ফায়দা ওঠাবে ভারতের শেয়ার বাজার। বাজার থেকে বেরিয়ে যাওয়া টাকার একটা বড় অংশ ফিরেও আসবে। অনেকসময় দেখা যায় বিদেশিরা ক্রমাগত বিক্রি করলেও দেশীয় লগ্নিকারী বা ডিআইআইরা পালটা কিনে চলে। এবার যেমন এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ডগুলির কাছে অলিখিত নির্দেশ এসেছে কেনার জন্য। তাতেও সমাধানসূত্র মিলছে না পুরোপুরি। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে বিদেশিরা একবার বেচুবাবু হয়ে উঠলে বাজারের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। সেই নেতিবাচক অবস্থায় ডোমেস্টিক লগ্নিকারীরা বড় মাপের ক্রয় করলেও বাজার পড়তে থাকে বিদেশিদের বেচার প্রবল চাপে। এমতাবস্থায় মিউচুয়াল ফান্ডের পাশাপাশি সুদের হার আরও কয়েক দফা কমিয়ে বাজারের অনিশ্চয়তা দূর করার অনেক ক্ষমতা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে রয়েছে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সর্বোচ্চ আধিকারিক মানে সরকার বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়া বছরের এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বা ঘোষণা করতে চলেছেন যা হয়তো নতুন বছরে ফের বাজারকে উর্দ্ধমুখী করে তুলবে। ফের বুলদের মুখে ফুটবে বেশ হাসিহাসি ভাব। ভাবখানা এমন বেয়ারদের আধিপত্য বা নেতিবাচক সব ব্যাপার স্যাপার বাজার থেকে এবার উধাও।

সামনে ভরপুর তেজিয়ান বাজার। এমনটা হবে কিনা তা অনেক যদি ও কিন্তুর ওপর নির্ভর করছে। এটা হতে পারে আপাতত কয়েকটা দিন বাজার কিছুটা ওপরে উঠল। সেক্ষেত্রে নিফটি অন্ততপক্ষে ৮২০০–৮২৫০–এর কাছেপিঠে পৌঁছাতে পারে। এর ওপর যাওয়ার মতো জ্বালানী এই মুহূর্তে বাজারের সংগ্রহে নেই বলেই মনে হচ্ছে। হতে পারে ওই জায়গায় পৌঁছানোর পর থেকে আরও জোরকদমে বেচতে শুরু করল বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইরা। তাহলে বাজার আবারও আট হাজারের ঘর ভেঙে নিচে আসবে। যদিও নিচে এসে ৭৯২০, ৭৮৫০ বা বড়জোর ৭৭৮০ র লেবেলে থমকে থাকতে পারে নিফটি। এর চেয়ে নিচে খুব বেশি না আসার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও কেউ কেউ বলছেন, খুব বেশি নিচে এলে নিফটি ৭৫০০ র জায়গাটা ছুঁতে পারে। এরপর ফেব্রুয়ারিতে বাজেটে যদি বাজার বাড়ার রসদ থাকে তাহলে কিন্তু এই ভারতীয় নিফটি ছুটতে পারে ১০ হাজারের দিকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১ ডিসেম্বর – ৬ জানুয়ারি, ২০১৭

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন। অগ্রগতির পথে সময়টি শুভদায়ক। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ বিদ্যমান। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : কর্মস্তলে কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। কিন্তু আপনি জয়ী হতে পারবেন। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। গোপন শত্রুর যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মনকে শক্ত করুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায় সফলতা পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন।

সিংহ : মনকে সংযম রাখার চেষ্টা করুন। চঞ্চলতা না কমালে কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : খুব চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্ব মূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পায়ের ব্যাথায় কষ্ট।

তুলা : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময় ভাল বলা যায়। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : ধৈর্য হারাবেন না। মনকে শক্ত করুন, আপনি সাফল্য পাবেন, কর্মে পদোন্নতির যোগ, সন্তান–সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন।

ধনু : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আগে পেছনে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। সকলের সঙ্গে মিশবেন কিন্তু বেশি গভীরে যাবেন না।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আছে কিন্তু বাধা সরে যাবে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আয় পূর্বের তুলনায় সামান্য বাড়বে। অসাধু সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

কুম্ভ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈব–দুর্ঘটনা ও প্রতারনার যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, বায়ুরোগে কষ্ট পাবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫৬০ গ্রামীণ সম্পদ কর্মী

৫৬০ জন গ্রামীন সম্পদ কর্মী নিয়োগ করবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল অডিট ইউনিট। নিয়োগ হবে জেলার ক্যানিং–১, বাসন্তী, মগরাহাট–২ এবং বারুইপুর ব্লকের ৫৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রার্থীকে অবশ্যই উপরোক্ত নির্দিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মরত বা ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত সুপারভাইজাররা আবেদন করবেন না। প্রার্থী যে ব্লকের বাসিন্দা কেবল সেই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই আবেদন করবেন।

আসন্ন সামাজিক নিরীক্ষার কাজে ১৫ দিনের জন্য এই নিয়োগ করা হচ্ছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 105/S.A.U./S24 Parganas

কাজের খবর

ব্লক অনুসারে শূন্যপদ : ক্যানিং–১ : ১০০টি, বাসন্তী : ১৩০টি, মগরাহাট–২ : ১৪০টি, বারুইপুর : ১৯০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। প্রার্থীকে প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি জানতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ হবে বাসন্তীর ক্ষেত্রে ৩ জানুয়ারি, ক্যানিং–১–এর ক্ষেত্রে ৪ জানুয়ারি, বারুইপুর ব্লকের ক্ষেত্রে ৫ জানুয়ারি এবং মগরাহাট–২ এর ক্ষেত্রে ৬ জানুয়ারি। ইন্টারভিউ হবে সংশ্লিষ্ট ব্লকের মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সকাল ১১টা থেকে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.s24pgs.gov.in

ইন্টারভিউয়ের দিন সকাল সাড়ের ১০টার মধ্যে পূরণ করা দরখাস্ত–সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্রের আসল এবং স্বপ্রত্যায়িত নকল নিয়ে হাজির হবেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩) ২৪৫০ ১৪৩৩।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
- মাধ্যমিকের মার্কশিটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ১০০ দিনের জবকার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রার্থীর বা পরিবারের কোনও সদস্যের)।
- প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বা রেশন কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল বা পঞ্চায়েত প্রধানের দেওয়া সার্টিফিকেট।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র।

কেন্দ্রীয় সরকারে সহস্রাধিক চাকরি

শিক্ষার যোগ্যতা : মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সহস্রাধিক গ্রপ 'সি' কর্মী নিয়োগ করবে ভারত সরকার। 'মাল্টি টাস্কিং' (নন–টেকনিক্যাল) 'স্টাফ' পদে নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অফিসগুলিতে। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। শূন্যপদের নির্দিষ্ট সংখ্যা পরে ঘোষিত হবে বলে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক।

বয়স : ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে অতিরিক্ত ১০ বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সী ও বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে এবং ৩৫ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৩৮) বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পরবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হয় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। সাধারণত দু'টি পেপারের পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রথম পেপারে থাকে ২৫ নম্বরে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং, ২৫ নম্বরের নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউট, ৫০ নম্বরের জেনারেল ইংলিশ এবং ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ক অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন। অর্থাৎ মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি আক্রান্তরা ৪০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবেন। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য এক–চতুর্থাংশ করে নম্বর কাটা যাবে।

প্রথম পেপারের পরীক্ষায় সফলরা দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষা দেবেন। এই পেপারে ইংরেজি বা মাতৃভাষায় (পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা) রচনা, চিঠি লেখা ইত্যাদি থাকে। ৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় আধঘন্টা

দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সময় ৪৫ মিনিট। এই পেপারের পরীক্ষায় সফল হতে হবে। তবে এই পেপারে প্রাপ্ত নম্বর মেধাতালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ধরা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি সাধারণত থাকে : কলকাতা, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, চুঁচুড়া, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বারাসত ও মালদায়।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssconline.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। চালান ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই নিয়োগসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। পাঠকদের সুবিধার্থে আগাম এই সংবাদ জানানো হল। ৩১ ডিসেম্বরের পর আগ্রহীরা নজর রাখুন এই ওয়েবসাইটে : www.ssc.in.in

শব্দবার্তা ১১

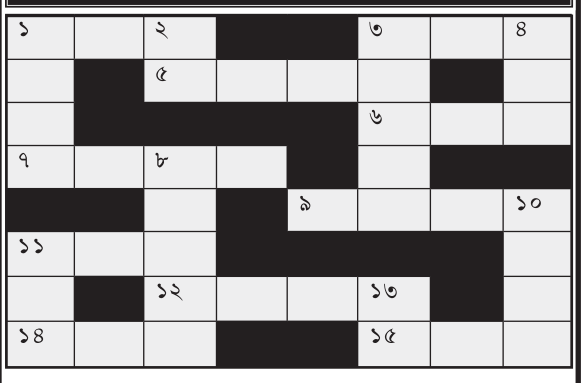

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিশন বা সমিতি ৩। নূপুর ৫। লোকসমাগমের জন্য উপভোগ্য অবস্থা ৬। অধঃক্ষেপণ, নীচে ফেলা ৭। বর্ণ ধারণ করা ৯। বিশৃঙ্খলা ১১। নৌকার ছোট দাঁড় বিশেষ ১২। ধ্বনিত ১৪। নাশ বা বিনাশ আছে এমন ১৫। বৃত্তাকার অঞ্চল।

উপর–নীচ

১। আয়ের উপর ধার্য কর ২। হাতি ৩। যা ঘুম এনে দেয় ৪। এক বিদেশি পাখি ৮। বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেতর জাতির উপাস্য দেবতা ১০। অতি সমৃদ্ধ, অত্যুন্নত ১১। বোন ১৩। 'ভয় হতে — অভয় মাঝে'।

সমাধান : শব্দবার্তা ১০

পাশাপাশি : ১। মুশকিল আসান ৪। মুখটি ৬। মর ৭। সখ্য ৮। প্রজ্ঞ ৯। মই ১০। কাকুতি ১২। সাড়ে বত্রিশ ভাজা।
উপর–নীচ : ১। মুসাফির ২। কিস্‌সা ৩। আভিমুখ্য ৫। টিপাই ৬। মক্ষিকা ৮। প্রতিরব ৯। মনমজা ১১। প্রণাশ।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

উদ্ধার বিরল বনবিড়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ ডিসেম্বর গোসাবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার জেমসপুর গ্রাম থেকে এক বিরল প্রজাতির বন বিড়াল (লাপারট ক্যাট) উদ্ধার করে বন দফতরের কর্মীরা। এই প্রজাতি প্রায় ধ্বংসের পক্ষে। খবর পেয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালি বিট অফিসার বিপ্লব কুমার ভৌমের নেতৃত্বে বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বন বিড়ালকে উদ্ধার করে সজনেখালি ফরেস্ট ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে পশু চিকিৎসকরা শরীর পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন, বর্তমানে বন বিড়ালটি সুস্থ আছে।

৫টি লক্ষ্মী পেঁচার বাচ্চা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার সকালে ৫টি লক্ষ্মী পেঁচার বাচ্চা উদ্ধার করে মাতলা রেঞ্জ বন দফতর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দাঁড়িয়া ঠাকুরানিবেড়িয়া গ্রামে প্রভাত সংঘের দোতলার একটি ঘরের সানসেটে বিরল প্রজাতির একটি লক্ষ্মী পেঁচা ডিম পাড়ে। খবর পেয়ে মাতলা রেঞ্জ বন দফতরের কর্মী ৫টি লক্ষ্মী পেঁচার বাচ্চা উদ্ধার করে। এদিন বনদফতরের মাতলা রেঞ্জ অফিসার নীলরতন গুহ–এর নেতৃত্বে বন দফতরের কর্মীরা সল্টলেকের ডি আর পার্কে বাচ্চাগুলিকে তুলে দেওয়া হয়।

ফেরিঘাটে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ২৪ ডিসেম্বর ক্যানিং ফেরিঘাট রোড এলাকায় হঠাৎই আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে যায় ১৩টি দোকান। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে আগুনের শিখায় একের পর এক দোকান জ্বলতে থাকে। ব্যবসাদাররা কান্নায় ভেঙে পড়েন। একটি দমকলের ইঞ্জিন প্রায় ২ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লরিতে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: সোমবার বিকালে কম্বল ভর্তি একটি লরিতে আগুন লেগে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি লরি কম্বল নিয়ে কলকাতা থেকে জীবনতলা বিডিও অফিসে আসছিল। সেই সময় লরির ইঞ্জিনে শট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায়।

৬৭৫ জন ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্পের অধীনে

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষিকাজের পাশাপাশি বহু মানুষ মাছ চাষ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্প চালু করেছে। হুগলি জেলার মৎস্য দপ্তরের সহ–অধিকর্তা ডঃ পার্থসারথি কুন্ডু জানান, এই জেলাতে প্রায় ৬৭৫ জন এই প্রকল্পের আওতায় চলে এসেছে। নিজস্ব মালিকানাধীন পুকুর ও লিজ নিয়ে পুকুরে চাষ করলেও এই প্রকল্পের অধীনে আসতে পারে। এই প্রকল্প অনুযায়ী বিঘা প্রতি পুকুরে প্রায় ১,০০০ মাছের চারা ও প্রায় ৩০ কে.জি. চুন বিনামূল্যে পাবে মাছ চাষিরা।

প্রতারক যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে বুধবার এক যুবককে গ্রেফতার করল ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্থানীয় হরিণডাঙার বাসিন্দা। ডায়মন্ড হারবারের রামরামপুর এলাকায় একটি নার্সারি স্কুল চালাতেন সত্যেন্দ্র। অভিযোগ, গত কয়েক মাস আগে চাকরি দেওয়ার নাম করে কুলপির বাসিন্দা রাজীব মণ্ডলের কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নেয় সত্যেন্দ্র। চাকরি তো দূরের কথা টাকা না ফেরত দেওয়ায় গত নভেম্বরে ডায়মন্ড হারবার থানায় সত্যেন্দ্রর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজীব। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এদিন প্রতারক সত্যেন্দ্রকে গ্রেফতার করে।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার সিপিএমের জোনাল কমিটির সম্পাদক

বিশ্বজিৎ পাল, মথুরাপুর : ২৩ ডিসেম্বর দুপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত সিপিএমের মথুরাপুর–১ জোনাল কমিটির সম্পাদক রহিচউদ্দিন মোল্লাকে পুলিশ ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম কোর্টে তুললে কোনও আইনজীবী জোনাল সম্পাদকের হয়ে দাঁড়ায়নি। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য গত ২২ ডিসেম্বর গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার বাপুলি বাজার থেকে মথুরাপুর থানার ওসি কৌশিক কুন্ডুর নেতৃত্বে পুলিশ হানা দিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করে সিপিএমের জোনাল কমিটির সম্পাদক রহিচউদ্দিন মোল্লাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা রহিচ উদ্দিন মোল্লা। মতিকালি মোড়ে মথুরাপুর–১ জোনাল কমিটি সিপিএমের কার্যালয় চলত। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সময় লক্ষ্মী নারায়ণপুর দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা সিপিএমের সক্রিয় কর্মী এক গৃহবধূ এবং গৃহবধূর স্বামী ও এক সন্তান নিয়ে পারিবারিক গন্ডগোলের জেরে এই পার্টি অফিসে এসে ওঠে। সেখানে তাদের আশ্রয় দেয় দল। বেশ কিছু দিন আগে গৃহবধূর স্বামী ও ছেলে পার্টি অফিস থেকে চলে যায়। কিন্তু গৃহবধূ সেখান থেকে যায়নি। মথুরাপুর–১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা মথুরাপুর–১ জোনাল কমিটি সম্পাদক সিপিএমের রহিচউদ্দিন মোল্লা বাম আমলে এলাকার ত্রাস হিসাবে পরিচিত ছিল। এমনকি তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিপিএমের কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের ডানহাত ছিলেন। রায়দিঘী বিধানসভা কেন্দ্রের গোয়াল বেড়ে, কালিকাপুর, সোদিয়াল, দক্ষিণ লক্ষ্মী নারায়ণপুর সহ বিভিন্ন এলাকার ত্রাস ছিলেন তিনি। এমনকি গোয়ালবেড়ে, কালিকাপুর এলাকায় তৃণমূলের একাধিক নেতাকে খুন, বহু তৃণমূল কর্মীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠে ছিল রহিচউদ্দিনের বিরুদ্ধে।

২২ ডিসেম্বর বিকালে মথুরাপুর থানায় ধর্ষণের অভিযোগ জানায় সিপিএমের মথুরাপুর–১ জোনাল কমিটির সম্পাদক রহিচউদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে। যার কেস নং ৪০২, তারিখ ২২/১২/২০১৬, ৩৭৬/৩২৩ এবং ৫০৬ ধারায়। এদিকে গৃহবধূকে পুলিশ ডায়মন্ড হারবার সদর হাসপাতালে পাঠায় মেডিকেল টেস্ট করার জন্য।

ক্যানিং মহকুমায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মঙ্গলবার দুপুরে বিভিন্ন দাবিতে এআইইউডিএফ–এর এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন তুলে দেয়। এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন এআইইউডিএফ কনভেনার হোসেন গাজি, বাসন্তী, ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকের সভাপতি আব্দুল হামিদ, নজরুল খাঁ, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। হোসেন গাজি বলেন বিভিন্ন দাবিতে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ,১০০ দিনের কাজে বহু গরিব মানুষের জব কার্ড নেই। তাদের জব কার্ড করে দিতে হবে এবং যে জব কার্ড আছে তাদের কাজ দিতে হবে। সুন্দরবনের বহু এলাকা থেকে শিশু ও নারী পাচার হচ্ছে, এই সমস্ত পাচারকারীদের গ্রেফতার করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্যানিং মহকুমার মধ্যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ও বিধবাদের জন্য সরকারিভাবে অফিস করা এবং এইখানে যাতে সমস্ত প্রতিবন্ধী ও বিধবারা সবরকম অনুদান ও সাহায্য পায় তার সুব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন গরিব মানুষের স্বার্থে প্রতিটি উপ–স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমস্ত রোগের জন্য সমস্ত রকম চিকিৎসক রাখতে হবে। ক্যানিং মহকুমা ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনও এলাকায় কোনও এক ইস্যু ভিত্তিক একটুও গন্ডগোল দেখা দিলে তখন প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র প্রকাশ্যে দেখা যায়। তাই খুন ও সন্ত্রাস রুখতে এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ করার জন্য প্রশাসনিকভাবে চিরুনি তল্লাশির মাধ্যমে সমস্ত অস্ত্র–শস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে এআইইউডিএফ সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসতের প্রাণকেন্দ্রে রেলওয়ে চাতাল। এই চাতালের একপ্রান্তে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি’র কার্যালয়। স্থানীয় ভ্যান, রিকশা এবং দোকানদারদের নিয়ে গঠিত শ্রমিক সংগঠনের এই কার্যালয়টি। গঠনের কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই কার্যালয়টি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বদের কাছে একপ্রকার অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত অবস্থায় আছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই সংগঠনের সম্পাদক। তিনি বলেন, লড়াকু সৈনিক হিসেবে কাজ করে চলেছি। দিদি নিচুতলার কর্মীদের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার কথা লিডারদের বললেও তারা তা পালন করছেন না। নিতান্ত অবহেলার মধ্যে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমাদের অভাব–অভিযোগ, দুঃখ–দুর্দশা দেখার মতো কোনও অভিভাবক নেই। প্রায় দেড়শ সদস্যবিশিষ্ট এই সংগঠনের কার্যালয়টি দেখতে দেখতে ছ’বছরে পদার্পণ করল। বামফ্রন্ট আমলে তৃণমূল সমর্থিত ভ্যান–রিকশা চালকদের এই চাতালের স্ট্যান্ড বসতে দেওয়া হত না। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর আমরা এই কার্যালয় গঠন করেছি। নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সাংগঠনিক সমস্ত কর্মকান্ডের শরিক হই। এই ভ্যান–রিকশা সমিতির উদ্যোগে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আগামী দিনে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবারও পরিকল্পনা আছে। কিন্তু স্থানীয় ঊর্ধতন নেতৃত্বদের কোনও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না, এটাই দুঃখ।’ এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি তথা বারাসত পুরসভার পুর পারিষদ সদস্য তাপস দাশগুপ্ত বলেন, ‘আমার সঙ্গে বাপির কথা হয়েছে। আমি দেখছি কিভাবে সহযোগিতা করা যায়।’

শাসক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

মগরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট থেকে বহু সমর্থক ঘাসফুলে যোগদান করে। কিন্তু এইবার যেন উলটপুরাণ ! মগরা বাজারের সামনে ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় প্রায় শখানেক মানুষ বিজেপিতে যোগদান করে। তাদের বক্তব্য তারা কেউ বামফ্রন্ট কিংবা বর্তমান শাসক দলের সমর্থক ছিল। কিন্তু তারা এখন বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে বিজেপিতে যোগদান করছে। এই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষাণ মোর্চার সভাপতি রামকৃষ্ণ পাল, রাজ্য কিষাণ মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অলোক সরকার, জেলার সহ–সভাপতি সুবীর নাগ ও অশোক ভট্টাচার্য, হুগলি জেলার সম্পাদক অজয় দুবে এবং জেলা কমিটির সম্পাদক সুশান্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিজেপিতে সাধারণ মানুষের যোগদান করার পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত অতিথিবৃন্দ পুরোনো পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল, ক্যাশলেস ইন্ডিয়া, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি ইস্যুকে তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। পুরোনো পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল প্রসঙ্গে বক্তারা ‘সারদা’ ‘নারদা’ ও ‘রোজভ্যালি’ ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নেন।

কল্যাণী বই উৎসবের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্ক ময়দানে কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ও কল্যাণী পুরসভার যৌথ উদ্যোগে ৩০ ডিসম্বর উদ্বোধন হয়ে গেল ২য় কল্যাণী বই উৎসবের। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির স্থান অলংকৃত করলেন বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য। অন্যান্যদের মধ্য উপস্থিত ছিলন বই উৎসব কমিটির সভাপতি ও কল্যাণী পুরসভার পুরপিতা সুশীল তালুকদার। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বই উৎসব সুচারুভাব সংগঠিত করার দুই প্রধান উদ্যোক্তা কল্যাণী বই উৎসব কমিটির যুগ্মসম্পাদক ড: নীলিমেশ রায় চৌধুরী ও রানা চক্রবর্তী। বই উৎসব চলবে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০১৭। সারা কল্যাণীবাসী এবং এতদ অঞ্চলের জন সাধারণের গন্তব্য স্থল এখন থেকে হবে সেন্ট্রাল পার্ক ময়দান। বই পাঠকের চাহিদার কথা ভেবে এবার থাকছে বাড়তি বইয়ের স্টল। গত বছরের ন্যায় এবারও আছে নামকরা প্রকাশনার অনকগুলি বইয়ের স্টল যেখানে পাঠক তাদের পছন্দ মত বই সংগ্রহ করতে পারবে। বই উৎসব অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে এবার দর্শকরা প্রতি সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পীদের নিয়ে ৮ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত দেখতে পাবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবশ তৈরি করা ও সকলকে উংসাহ প্রদান থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিযাগিতা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থাকছে বিজ্ঞান বিষয় আলোচনা সভা। ২ জানুয়ারি ২০১৭ থাকবে খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা। ৪ ও ৬ জানুয়ারি ২০১৭ থাকবে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা। এই ধরনের বই উৎসবে প্রধান আকর্ষণ থাকে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবারের স্টল। তবে সেন্ট্রাল পার্কে অনুষ্ঠিত বিগত দুটি মেলায় পুরসভার লিখিত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও খাবারের স্টলগুলিত ব্যবহার করতে দখা গেছে যতেচ্ছ ভাবে থার্মকলের থালা ও বাটি তা যে পরিবেশকে দুষিত করছে তাই শুধু নয় এতে স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটতে পারে। আশা করা যায় পুরসভার প্রশাসন এবার প্রয়াজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে থার্মকলের জিনিসের ব্যবহার নিষিদ্ধ হতে পারে। অবশ্য এই ব্যাপারে বই উৎসবে আসা নাগরিকদের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন

নিজস্ব সংবাদদাতা: পরাধীন ভারতবর্ষে পরিবহনের সুবিধার জন্য ব্রিটিশরা নির্মাণ করেছিল রেলপথ। সেই রেলপথ ব্যবহারের জন্য ইংল্যান্ডে তৈরি হত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। এর মধ্যে ছিল স্টিম ক্রেন। ব্যান্ডেলের রেল সূত্রে জানা যায়, ১৯২৩ সালে ইংল্যান্ডের কার্লাসিলের কোয়ানস শেল্ডন অ্যান্ড কোং লিমিটেড এই স্টিম ক্রেনটি নির্মাণ করে। তৎকালীন সময়ে অওয়ধ ও রোহিলকুন্ড রেলওয়ে এটি কিনে নেয়। প্রায় ১৬ ফুট ব্যাসার্ধ জুড়ে প্রায় ৩০ টন ভার বহনে সক্ষম ছিল ক্রেনটি। ১৯৯১ সালে এটি পূর্ব রেলওয়ে ব্যান্ডেল ষ্টেশনে শেষবারের মত ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি রেল দপ্তর থেকে এই ক্রেনটিকে ‘হেরিটেজ’ ঘোষণা করে ব্যান্ডেল স্টেশনেই সংরক্ষিত করে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ঘনশ্যাম সিং হেরিটেজ ফলকটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মহানগরে

বড়দিনে ৯১ হাজার মানুষের আগমন

চিড়িয়াখানা যেন চির নতুন

কুনাল মালিক, কলকাতা: এবার ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় ৯১ হাজার মানুষ এসেছেন। কলকাতার যে সব বেড়ানোর ঠিকানা আছে তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে চিড়িয়াখানা। এ যেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহালয়ার মতোই চিরকালীন আকর্ষণীয় বিষয় বাঙালির কাছে। বড়দিনে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটি উপভোগ করতে কলকাতা মুখী হয়েছেন। নিক্কোপার্ক, পার্কস্ট্রিট, জাদুঘর, মিলেনিয়াম পার্কে যতনা মানুষ গিয়েছেন, তার থেকে অনেক মানুষ ভিড় জমিয়েছেন চিড়িয়াখানায়। আলিপুর চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর আশিস কুমার সামন্তকে প্রশ্ন করেছিলাম, এত মানুষ কেন চিড়িয়াখানায় আসছেন? হাসতে হাসতে আশিসবাবু বলেন, সেটা আমি কি করে বলব, এটা ভিজিটারদের জিজ্ঞাসা করুন। নিশ্চয় তারা এখানে এসে আনন্দ এবং মজা উপভোগ করেন সেটা ওনারাই বলতে পারবেন।

চিড়িয়াখানায় শহরতলির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এসেছেন। বারুইপুর থেকে বিমল চক্রবর্তী পুরো ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন। তিনি জানালেন, সারাদিন এখানে হইহই করে কেটে যায়। এখন চিড়িয়াখানার পরিবেশটাই পাল্টে গিয়েছে। জিরাফ–গন্ডার–বাঘেদের খাঁচাগুলো বাচ্চাদের আকর্ষণ করে। সাপেদের নতুন ভবনটিও খুব সুন্দর। ক্লান্ত হয়ে পড়লে, সবুজ ঘাসে জিরিয়ে নেওয়া যায়। পানীয় জল খাবারের দোকান সবই আছে। আছে গাছগাছালিতে ঘেরা সবুজের অরণ্যে পাখিদের কলতান একটা গ্রাম্য পরিবেশ। তাই বারে বারে চিড়িয়াখানায় শীতের সময় চলে আসি। বজবজ থেকে আগত মৌসুমী চক্রবর্তী জানালেন, শীতের দিনে যেমন কমলালেবু–নলেন গুড়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করি, তেমনি শীতের সময় চিড়িয়াখানায় না এলে মন কেমন করে। চিড়িয়াখানা যতই পুরনো হোক, তবু এর আকর্ষণ ভোলার নয়। ছোটবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই চিড়িয়াখানার সঙ্গে।

চিড়িয়াখানাগুলিতে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ রুখতে নজরদারি কমিটি

বিশেষ সংবাদদাতা : জাতীয় রাজধানী অঞ্চল নয়া দিল্লির জাতীয় চিড়িয়াখানা ও দেশের অন্যান্য অংশে এইচ–৫ অ্যাভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা বার্ড ফ্লু সংক্রমণের ফলে বেশ কিছু পাখির মৃত্যুর খবরের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী অনিল মাধব দাভে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি নজরদারি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব। এছাড়াও, কমিটির সদস্য আহ্বায়ক হচ্ছেন জাতীয় চিড়িয়াখানা উদ্যান বিষয়ক নির্দেশক এবং সদস্য হচ্ছেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, ফরেস্ট (বন্যপ্রাণ)।

এই কমিটি জাতীয় চিড়িয়াখানা ও দেশের অন্যত্র এইচ–৫ অ্যাভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণের বিষয়টিতে দৈনিক নজরদারি চালাবে এবং পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দেবে।

অবশ্য, ভাইরাস সংক্রমণ চিড়িয়াখানা ও তার বাইরের পাখিদের মধ্যে আর যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য দিল্লি চিড়িয়াখানায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। মৃত পাখিদের খোঁজে নিয়মিত টহলদারিও চলছে। জৈব সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়মিত চলছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে দর্শকদের জন্য চিড়িয়াখানা সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিল্লি চিড়িয়াখানার পশু–পাখিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পশুপালন দফতরের একটি চিকিৎসক দলকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং ওই চিড়িয়াখানার কর্মীদের, বিশেষত যাঁরা এই সংক্রমণের মুখে পড়েছিলেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকদের একটি দলও পাঠানো হয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ওষুধ দেন। দিল্লি চিড়িয়াখানার এই সংক্রমণ সারা দেশেই চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সব জায়গাতেই পশুপাখিদের বেশি করে দেখভাল করা হচ্ছে।

ক্রেতা সুরক্ষা ভবন তৈরি হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থে

বরুণ মন্ডল

কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ কোটি ও রাজ্য বাজেটের অর্থে রাজারহাটে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ক্রেতা সুরক্ষা ভবন তৈরি হচ্ছে। গত ২৩ ডিসেম্বর ‘জাতীয় উপভোক্তা দিসব ২০১৬’ পালন উপলক্ষে রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে বলেন, ‘২০১১–র আগে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের অস্তিত্ব ছিল কিনা জানি না। আমরা গত চার–পাঁচ বছরে এই আধুনিক ক্রেতা সুরক্ষা ভবনটি তৈরি করেছি। আমি তো যখন এসেছিলাম একটা কুড়ে ঘরে ছিলাম। খাদ্য ভবনের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘর।

আমরা বিভিন্ন জেলাতে নিজস্ব ভবন তৈরি করছি। আমরা রাজারহাটে এই ভবনের তুলনায় আরও বনো ভবন তৈরি করছি। আমরা কেন্দ্রের থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা পেয়ে গিয়েছি আর আমাদের বাজেট দিয়ে আমরা এই ভবনগুলির কাজ শুরু করছি। যেখানে আমাদের রাজ্য কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, লিগাল মেট্রোলজির অফিসার কক্ষ, কনজিউমার ফোরাম (কোর্ট) নতুন বিল্ডিংয়ে তারা থাকবেন তার পরিকল্পনা চলছে।

যাতে আগামী দিনে একটা স্থায়ীভাবে সুন্দরভাবে একটা অবস্থাতে যেখানে ক্রেতার সমস্ত অভিযোগের নিস্পত্তি হবে। কোনও ক্রেতা তার কোনও অভিযোগ আমাদের জানো মাত্র আমরা তার সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আর মিটে না গেলে আমরা কোর্টে যেতে বলি।’ সাধনবাবু এও জানান, ‘কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে এমন কিছু একটা অ্যাফেয়ার্স করে না। আর উপভোক্তারা বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা বিষয়ে ছোটবেলা থেকে সম্পূর্ণরূপে জানতে আমাদের রাজ্যের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমেএই বিষয়টির অন্তর্ভুক্তকরণ ঘটছে।’

এবার থেকে রাজ্যের ৮৪০টি বিদ্যালয়কে কনজিউমার বা উপভোক্তা ক্লাব স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এদিন কলকাতা মহানগর ও সল্টলেকের ১৮০টি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

এদিন উপভোক্তা বিষয় ইংরেজি ও বাংলাতে প্রবন্ধ রচনা, শ্লোগান, পোস্টার আঁকা ও রচনায় সফল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিদের শংসাপত্র স্মারক ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাধনবাবু জানান, এই দফতরটি সম্পর্কে স্কুল পড়ুয়াদের সচেতন করতেই বিদ্যালয় বিদ্যালয় উপভোক্তা ক্লাব গড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সাধনবাবু বলেন, আসলে এই ধরনের প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারই চালু করেছিল। পরে তারা তা থেকে পিছিয়ে যায়। রাজ্য সরকার গুরুত্ব বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্য সরকার নিজেরাই এই প্রকল্প চালাবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ৩১ ডিসেম্বর – ৬ জানুয়ারি, ২০১৭

দিল্লিতে রাজনৈতিক ডিগবাজি

অনেক সময়ই দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলে ওঠেন, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেউ। অর্থাৎ আজ যে চরম শত্রু কাল সে বন্ধু হয়ে উঠতেই পারে। বলাবাহুল্য একশ্রেণির চরম সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের মনের কথাটাই একরকম প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠেছে এদেশের রাজনীতির অঙ্গনে। এর মানেটা খুব স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের উপকারে এল, কি না এল সেটা বড় ব্যাপার নয়, ক্ষমতা দখল করতে করতে কালকের দুষমন আজকের দোস্ত হতেই পারে। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে এদেশের রাজনীতির সালতামামি একটু ঘেঁটে দেখলেই। হাতের সামনে হাতেগরমে যে উদাহরণটা পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমাদের রাজ্যও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেভাবে কংগ্রেস সহ–সভাপতি রাহুল গান্ধি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাছাকাছি চলে এসেছেন তা এই ধরণের সুবিধাবাদী রাজনীতিরই একটি ফসল। কংগ্রেসের ডাকে দিল্লির রফি মার্গের কনস্টিটিউশন ক্লাবে যে বিরোধী দলগুলির বৈঠক ছিল তা মূলত পর্যবসিত হয়েছিল রাহুল–মমতার সভায়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এইভাবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির এক ছাতার তলায় আসার ঘটনাটা মোটেই নতুন নয়। নতুনত্ব যে জিনিসটা এ রাজ্যের মানুষের চোখে বড় বিচিত্র লাগছে তা হল মাস ৭–৮ আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে যেভাবে রাহুল ও সিপিএমের শীর্ষনেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একই মালার বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেখানে এত দ্রুত ভোল পালটে গেল কি করে। সিপিএম হয়তো এই প্রেক্ষাপট বদলের ভয়েই আগে থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে ছিল কংগ্রেসের সভা থেকে। কিন্তু তা বলে একসময় যাদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে হামেশাই গাল পারতেন কমরেডরা সেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে তাদের গায়ে যে কালি লেগেছে তা সহজে ওঠার নয়। তবে হালফিলে রাহুল–মমতার যে যুগলবন্দি ভারতীয় রাজনীতির ময়দানে চোখে পড়ছে তা যে কতটা আদর্শহীন আর ক্ষমতালোভী এর বেআব্রু চিত্রটা নিশ্চিতভাবে ভারতবাসী উপলব্ধি করছেন তাঁদের মনশ্চক্ষুর দ্বারা। ইউপিএ–২ সরকার থেকে এই তো কয়েকবছর আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন মমতা। তখন তাঁর গলায় যে স্লোগান নিয়ম করে শোনা যেত তা হল বিদেশি পুঁজির কাছে সরকার মাথা নত করেছে। সুতরাং মনমোহন সরকার দূর হঠো। মমতার এই হঠকারিতা কার্যত সিপিএম ও কংগ্রেসকে দীর্ঘদিনের বৈরিতা কাটিয়ে কাছাকাছি আনে। সেই মমতার গলাতেই যখন মোদি হঠাও, দেশ বাঁচাও স্লোগান শোনা যাচ্ছে তখন রাহুল–সোনিয়ারা এসে সঙ্গত করছেন সেই বিরোধিতার কনসার্টে। হায় রে রাজনীতি। কি বিচিত্র তোমার অবয়ব।

অমৃত কথা

বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী, অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য ইহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতি বিস্তৃত অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শুদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত

মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? আমি। যথাকালে আমি পঞ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।'

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ কশাহস্ত বণিক সকলের হৃৎকম্প উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সঙ্কীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সেজন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শুদ্রকুলে সে শক্তিসঞ্চার হয় বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নয়।

'বণিক কোন দেশে না যায়?' নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারে অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা, সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ রুধির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পন্থানিচয়রূপ ধমনীযোগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। এ বৈশ্য–প্রাদুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য, সভ্যতা, বিলাস ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া যাইত?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে, সর্বকালে জঘন্যপ্রভবো হি সঃ বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি দয়ালদন্ডসকল প্রচারিত ছিল।

ফেসবুক বার্তা

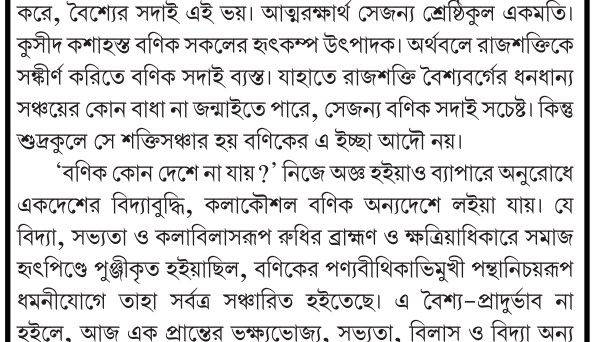

আধ্যাত্মিক জগতে নারী যতই শক্তির আধার হোক না কেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অবলা দুর্বল হিসাবেই দেখা হত। তাদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন কোনওদিনই করেনি আধুনিক পুরুষ সমাজ। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহামতি ডিরোজিও সহ মনিষীদের অক্লান্ত চেষ্টায় ফের ঘুরে দাঁড়ায় নারী শক্তি। আজ পুরুষদের সঙ্গে সমান কাইক পরিশ্রমেও তারা সামিল। ফেস বুকের অলিন্দে সম্প্রতি ভাইরাল হয় বিষয়টি।

গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীরা উষ্ণ আতিথেয়তা চায়

গোবিন্দ চক্রবর্তী

এ বছর ১৪ জানুয়ারি, বাংলার ২৯ পৌষ, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে ভারতের প্রাচীন গঙ্গাসাগর স্নান পর্ব।

সবতীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার— এই প্রবাদটি এখন আর গঙ্গাসাগর সম্পর্কে বলা যায় না। এক সময়ে হেতালের জঙ্গলে ভরা দুর্গম সাগর দ্বীপটির সঙ্গে, এখনকার সাগর ব্লককে কোনও দিক থেকে মেলানো যাবে না। তবে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে এই মকর স্নানের সূত্রপাত কবে তা অজানা।

গঙ্গাসাগর জনসমক্ষে আসে ১৮০১ সালে : জনশ্রুতি হল পৌষ সংক্রান্তিতে সাগর ও গঙ্গার মিলিত স্থানে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয়। এই বিশ্বাস থেকে সব রকম কষ্ট স্বীকার করে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে আসেন।

লর্ড ওয়েলেসলির শাসন কালে স্নান করতে আসা তীর্থ যাত্রীরা ২৩টি জীবন্ত শিশুকে জলে বিসর্জন দেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনাটাই গঙ্গাসাগরকে জনসমক্ষে আনে।

মেলা পরিচালনার দাবি : এই ঘটনার পর তীর্থ ক্ষেত্রটি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার দাবি ওঠে। এগিয়ে আসেন সৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও সুধী জনেরা। গঠিত হয় ''সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি''। তারপর মেলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ''জেলা ইউনিয়ন বোর্ড''। অবশেষে ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার মেলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

এরপর সময়ের দাবি মেনে রাস্তা, পানীয় জল, আলো, চিকিৎসা, শৌচালয়, আগুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা নদী পারাপার, অন্যান্য যানবাহনের ব্যবস্থা এবং তার ভাড়া নির্দিষ্ট করা, যোগাযোগ সহ বিভিন্ন দিকগুলির পরিকাঠামো উত্তরোত্তর উন্নত করা হচ্ছে। যাদের অর্থের জোর আছে, তারা এখন হেলিকপ্টার করে তীর্থ ক্ষেত্রে যেতে পারেন। তবে প্রয়োজন আছে কিনা তা বিশ্লেষণ না করে এখানে ওখানে নির্মাণ করা হচ্ছে, এর ফলে মেলা প্রাঙ্গণের খোলা জায়গা কমে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যতে সমস্যা হবে বলে পরিবেশবিদদের ধারণা।

বিদ্যুৎ আসে সত্তর দশকে : কুপি, হ্যারিকেন, হ্যাজাককে বিদায় দিয়ে জেনারেটারের আলোর ব্যবস্থা আসে ষাটের দশকে। সত্তর দশকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ রুদ্রনগরে পাওয়ার স্টেশন স্থাপন করে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করে।

কপিল মুনির মন্দিরটি হনুমান ট্রাস্টের: গঙ্গাসাগরে গঙ্গা দেবীর সঙ্গে পূজিত হন কপিলমুনি। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয় সত্তর দশকে। এই মন্দিরের নির্মাণ শেষ করতে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের আর্থিক অনুদান আছে। জলের স্রোতের পরিবর্তনের ফলে এর আগে কয়েকটি মন্দির ধ্বংস হয়েছে।

মেলা পরিচালনা, নদী ড্রেজিং এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ যাতে রাজ্য সরকার প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে, কিন্তু মন্দিরের ওপর রাজ্যের কোনও অধিকার নেই। মন্দিরটির মালিক উত্তপ্রদেশের 'হনুমান ট্রাস্ট'। তীর্থ যাত্রীদের দেওয়া সোনা, রুপো, টাকা ও অন্যান্য সামগ্রীর মালিক ওই ট্রাস্ট। মেলা শেষে প্রণামী উত্তর প্রদেশে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আজও রাজ্য সরকার পালন করে।

প্রণামীর ভাগ নিয়ে মামলা : প্রণামীর ভাগ নিয়ে ট্রাস্টের সঙ্গে কয়েকটি মামলা হয়েছে। আদালত এ ব্যাপারে কোনও রায় না দেওয়ায় স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে।

তীর্থ কর : ইউনিয়ন বোর্ড মেলা পরিচালনার ভার নেওয়ার পর বোর্ড যাত্রী পিছু ''দুই আনা'' কর বসায়, পরে তা বেড়ে হয় 'চার আনা'। রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ওই করের হার স্থির হয় ''দুই টাকা'', পরে তা বেড়ে হয় 'পাঁচ টাকা'। তীর্থ কর আদায় নিয়ে নানা কারচুপির অভিযোগের পাশাপাশি, মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। সবশেষে রাজ্য সরকার তীর্থ কর আদায় বিধিটি প্রত্যাহার করে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা : গঙ্গাসাগর সমক্ষে আসার দিন থেকে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

এখন প্রায় শতাধিক সংস্থা কর্মরত। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটা বড় অংশ মেলা কমিটির কাছ থেকে জায়গা ভাড়া নেন। কমিটি এই শিবিরগুলিতে জল এবং আলোর ব্যবস্থা করে।

বাকি সংস্থাগুলির মধ্যে যারা শবদাহ, হারানো প্রাপ্তিদের ঘরে ফেরানো পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, তীর্থযাত্রীদের মালপত্তর পাহারা, স্নানের সময় সাহায্য, প্রাথমিক চিকিৎসা সহ অন্যান্য বিষয় দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, এরকম ২০–২৫টি সংস্থার ঘর, আলো, জল নিঃখরচায় সব ব্যবস্থা করে মেলা কমিটি।

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথ নির্দেশিকা : মূল তীর্থ স্থানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মুড়ি গঙ্গা বা হাতানিয়া–দোয়ানিয়া এই দুটি নদী পার হতেই হবে। বর্তমানে দুই প্রান্তের দুটি নদী পলিতে আক্রান্ত, যার ফলে বিরামহীন পারাপারে বাঁধা। নদী পারাপারের ক্ষেত্রে জোয়ার ভরসা।

দুইটি নদীর মধ্যে যারা মুড়ি গঙ্গা নদী পার হয়ে যাবেন তাদের লট–৮ ফেরিঘাট থেকে ভেসেল ধরতে হবে, নামতে হবে কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটে। ওখান থেকে যে কোনও যানবাহনে মূল তীর্থ ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় নদী পথটি নামখানা থেকে, হাতানিয়া–দোয়ানিয়া পার হয়ে নামতে হবে বেনুবন বা চিমাগুড়ি ফেরিঘাটে। ওখান থেকে অনুরূপ ভাবে পৌঁছাতে হবে নদী সঙ্গম স্থলে।

কলকাতা থেকে বাস এবং ট্রেনে লট–৮ এবং নামখানা আসা যায়। সড়ক পথের তীর্থ যাত্রী, যারা লট–৮ ফেরিঘাট ব্যবহার করতে চান তাদের নামতে হবে নতুন রাস্তার মোড়। নামখানা যাত্রীদের সরাসরি নামখানা যেতে হবে।

শিয়ালদহ থেকে নামখানা লোকালে আসা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে যারা লট–৮ দিয়ে পার হতে চান তাদের নামতে হবে কাকদ্বীপ স্টেশনে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে অথবা অটোতে লট–৮ ফেরিঘাট। নামখানা দিয়ে যেতে ইচ্ছুক যাত্রীদের নামতে হবে নামখানা স্টেশনে।

লট–৮ ফেরিঘাট : গঙ্গা সাগরের তীর্থ যাত্রীদের দ্রুত নদী পারাপার করতে ১৯৮৭ সালে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে লট–৮ ফেরি ঘাট চালু করা হয়। ১৯৯৪ সালে চেমাগুড়ির কাছে মা অভয়া লঞ্চ ডুবে যাওয়ার পর সিংহভাগ তীর্থযাত্রীদের এখন লট–৮ দিয়েই পারাপার করানো হয়। এই লঞ্চ ডুবির পর নৌকা এবং হাল্কা কাঠের লঞ্চ বন্ধ করা হয়।

তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোনও স্তরে আপোস নয় : ২৩টি জীবন্ত শিশুর জলে বিসর্জন থেকে কোনও না কোনও সময় তীর্থযাত্রীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। কখনও আগুন লেগে, কখনও কলেরায়, কখনও যানবাহনের সঙ্গে সংঘর্ষে, কখনও বাঁশের বেড়া ভেঙে, কখনও জলে ডুবে তীর্থ যাত্রীরা আহত বা নিহত হয়েছেন। নষ্ট হয়েছে বহু সম্পত্তি।

এটা সত্যি দুর্ঘটনা কখন ঘটবে এ কেউ আগাম বলতে পারে না। তবে এই ধরনের জনসমাগম সুষ্ঠু ও বর্ণময় করতে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ সজাগ, সতর্ক ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হবে। ঘটনার পর দৌড়াদৌড়ি তারপর গণমাধ্যমের গল্পে ক্ষতিপূরণ হয় না। তীর্থ যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে যা করা দরকার যেমন— (১) দুটি নদীতে একটানা পারাপারের ক্ষেত্রে অন্তরায় পলি। ভরসা জোয়ার, একটা জোয়ার থেকে পরের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ছয়–সাত ঘন্টা। জোয়ার আসতেই ভেসেলে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়, ঘটে দুর্ঘটনা। এই সমস্যা এড়াতে ফেরিঘাটে জোয়ারের সময় জানিয়ে হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া। (২) বাঁশের বেড়া, ড্রপ গেট এবং ওয়াচ টাওয়ার শক্তপোক্ত ভাবে বানানো, (৩) একটি ভেসেলে যত জন যাত্রী বহন করতে পারে, তত জন পিছু ড্রপ গেট, (৪) ট্রেন, ভেসেল এবং অন্যায় যানবাহনের ভাড়ার তালিকা টাঙানো, (৫) ভেসেলে আধুনিক সরঞ্জামসহ ডুবুরি ও পুলিশ রাখা, (৬) পুলিশ এবং ভেসেলের কর্মীদের ক্ষেত্রে ৮ ঘন্টার শিফট চালু করা। (৭) মেলার শেষে ফেরার গাড়ি নিশ্চিত করা। কাকদ্বীপ স্টেশনের পশ্চিমদিকের ফাঁকা জায়গায় বাঁশের বেড়া দেওয়া ইত্যাদি।

গঙ্গাসাগরে অন্যতম সমস্যা কুলি সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য। এই সমস্যাটি সমাধানে ''কুলি বুক'' করা এবং কুলিদের ''রেট বেঁধে'' দেওয়া।

গঙ্গা সাগরের কুশীলব : কপিল মুনি, পিতা কর্দম মাতা দেবাহুতির দশম সন্তান। বৈদিক যুগের এই মুনি মানুষের কাজকে প্রাধান্য সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা।

গঙ্গা : ভারতের জাতীয় নদী। উত্তরাখন্ড রাজ্যের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখে তুষার গুহা থেকে সৃষ্টি গঙ্গা নদীর। উৎপত্তি স্থল থেকে একাধিক নদ–নদীর জল বহন করে রাজমহলে গঙ্গার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার মঠিপুরে গঙ্গা দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। একটি শাখা পদ্মা নামে বাংলাদেশে যায়, অপর শাখাটি ভাগীরথী হুগলি, মুড়ি গঙ্গা বা বটতলা ক্রিক নামে সাগর দ্বীপে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়। ভারতে গঙ্গার প্রবাহিত পথটির দৈর্ঘ্য ২,০১৭ কিলো মিটার।

ভগীরথ ছাড়া গঙ্গার ভূতলে আবির্ভাবের

জোয়ারের সময়

১২ জানুয়ারি: সকাল ৯:৪৪, রাত ৯:৪৯
১৩ জানুয়ারি: সকাল ১০:৩২ রাত ১০:৩৭
১৪ জানুয়ারি : সকাল ১১:২৫ রাত ১১:৩০
১৫ জানুয়ারি : সকাল ১২:০৮ রাত ১২:১৩

মুনির বরে ভগীরথ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পান। ইনি ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে ভূতলে আনেন। গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য গঙ্গা আশীর্বাদ করে বলেন তোমার নাম যাতে ভূতলে অক্ষয় হয়ে থাকে, তাই আমি ভাগীরথী নামে পরিচত হব।

আর একটি পৌরাণিক কাহিনী হল পিতা গিরিরাজ হিমালয় মাতা মেনকার জ্যেষ্ঠ কন্যা গঙ্গা। গঙ্গার সঙ্গে একদিন শাপগ্রস্ত অষ্টবসুর দেখা হয়। অষ্টবসুর কষ্টে গঙ্গা ব্যথিত হন, মুক্তির উপায় জানতে চাইলে,উত্তরে বসু জানান দেবী, আপনার জলে স্নান করলে তবে আমি মুক্ত হব। গঙ্গা অষ্টবসুকে উদ্ধার করতে ভূতলে প্রবাহিত হন। তারপর গঙ্গা শান্তনুকে বিবাহ করেন। শর্ত হয় ভূমিষ্ঠ বংশধর নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। শর্ত অনুযায়ী গঙ্গা সাতটি সন্তানকে জলে বিসর্জন দেন। ওই সাতটি সজ্জন অষ্ট বসু। অষ্টম সন্তান বিসর্জনে শান্তনু বাধা দেন, এই অষ্টম সজ্জন ভীষ্ম। ভীষ্ম অষ্টবসুর অংশ। মুক্ত হন অষ্ট বসু।

ভগীরথ : এই গঙ্গাসাগর তীর্থটির উন্মোচক ভগীরথ। ইনি ইক্ষ্বাকু বংশীয় পঞ্চম পুরুষ। ভগীরথ জন্ম সময় বিকলাঙ্গ ছিলেন। একদিন প্রতিবন্ধী ভগীরথের সঙ্গে অষ্টবক্র মুনির দেখা হয়। মুনি ভাবেন ভগীরথ তাঁকে ব্যঙ্গ করছেন। মুনি বলেন তুমি যদি আমাকে ঠাট্টা কর তবে তোমার মৃত্যু হবে। আর সত্যি যদি বিকলাঙ্গ হও, তবে এক্ষুণি তোমার সমস্ত কষ্ট দূর হবে। মুনির বরে ভগীরথ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পান। ইনি ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে ভূতলে আনেন। গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য গঙ্গা আশীর্বাদ করে বলেন তোমার নাম যাতে ভূতলে অক্ষয় হয়ে থাকে, তাই আমি ভাগীরথী নামে পরিচত হব।

অশ্বমেধ যজ্ঞ : নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হয়। রাজারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করত। এই শততম হোমের নিয়ম হল, একটি সুলক্ষণা ঘোড়ার কপালে আয়োজক রাজার নাম লিখে ছেড়ে দেওয়া হত। এক বছর কাল ঘোড়াটি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে, বৎসরান্তে রাজ্যে ফিরে এলে ঘোড়াটিকে বলি দিয়ে ওর মাংসে পূর্ণ আহুতি দিয়ে যজ্ঞ শেষ করা হত।

গঙ্গাসাগর : পিতা বাহু মাতা মাধবীর পুত্র অযোধ্যার রাজা সগর নিজেকে শ্রেষ্ঠর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন। সগরের এই সিদ্ধান্তে পিতা কশ্যপ মাতা অদিতির পুত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদ গোনেন। ঘোড়ারক্ষীদের ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র ঘোড়া কপিল মুনির আশ্রমে রেখে আসেন। প্রহরীদের হুঁশ ফিরতে তারা ঘোড়া ও ঘোড়া চোরকে খুঁজতে শুরু করে।

দীর্ঘ তল্লাশির পর দুর্গম আশ্রমে ঘোড়া পাওয়া যায়। রক্ষীদের ধারণা হয় মুনি অশ্বচোর। কী করে এরকম গহন অরণ্যে ঘোড়া নিয়ে এল, এসব যাচাই না করে রক্ষীরা মুনির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফল মুনির সমর কৌশলে ঘোড়ারক্ষীরা নিহত হয়।

যজ্ঞের সময় আসন্ন, কিন্তু ঘোড়া বা তার রক্ষী কারোর কোনও খোঁজ না পাওয়ায় সগর অসমঞ্জের পুত্র অংশুমানকে সন্ধানে পাঠান। অংশুমান জানতে পারেন ঘোড়া কপিল মুনির আশ্রমে আছে। আশ্রমে উপস্থিত হয়ে অংশুমান মুনির কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনেন।

রক্ষীর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিহতদের উদ্ধারের উপায় জানতে চাইলে, উত্তরে কপিল জানান ব্রহ্মার কমন্ডুলে গঙ্গা বিশ্রাম করছে, ওই শুদ্ধ ও পবিত্র জলে স্নান করালেই ওদের মুক্তি হবে।

গঙ্গাকে ভূতলে আনতে প্রথমে সগর, তারপর অংশুমান, এরপর দিলীপ চেষ্টা করেন। কারোর চেষ্টাই সফল হয় না। অবশেষে সমস্ত প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হল ভগীরথের চেষ্টায়। এই হল গঙ্গাসাগর স্নান পর্বের ইতিবৃত্ত।

প্রসঙ্গত জানাই বিশেষ অতিথিদের আগমনে ঘনঘন সাইরেনে সাধারণ তীর্থযাত্রীরা তটস্থ থাকেন। সমাগত তীর্থযাত্রীরা মেলা কমিটির কাছে আর একটু উষ্ণ আতিথেয়তা চায়।

জ্ঞাতব্য বিষয় : সাধারণ তীর্থ যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম ট্রেন ও বাস এবং নদী পারাপারের ক্ষেত্রে ভেসেল। মেলর সময় (১০/১/২০১৭–১৬/১/২০১৭) যানবাহনগুলির বিশেষ ভাড়া ধার্য করা হয়। ভাড়ায় হার ছাড়া এই তীর্থক্ষেত্রটির ক্ষেত্রে নদীর জোয়ারের সময় জানাটাও আবশ্যিক কারণ দুইটি নদী পারাপার জোয়ার নির্ভরশীল।

ট্রেনের ভাড়া ও সময় সূচী : শিয়ালদহ থেকে নামখানা, প্রথম ট্রেন ভোর ৪টেয় তারপর ৫.১২, ১.১৫, ৯.২৩, ১১.৫৬, ১.২০, ২.২০, ৪.৪৮, ৫.২৮, ৮.৩০ এবং রাত ৯.৩০ নামখানা থেকে শিয়ালদহ প্রথম ট্রেন ভোর ৪.১০ এরপর ৪.৩২, ৬.০০, ৭.২৮, ৮.১২, ১০.২০, ১২.২৮, ১.৩৩, ৩.০০, ৪.৩৩, ৫.৩৫, ৭.৪০, ৮.৪৬ এবং রাত ৯.১০ শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ ও নামখানা থেকে ভাড়া ২৫ টাকা। শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপের দূরত্ব ৯৫ কিমি নামখানা ১০৯ কিমি, কাকদ্বীপ স্টেশন থেকে (৮কিমি) লট–৮ অটো, টোটো ২৫ টাকা।

বাস ভাড়া : কলকাতা থেকে (দূরত্ব ৯৮ কিমি) লট–৮ এবং নামখানা (১০৪ কিমি) পর্যন্ত ৬০ টাকা। কচুবেড়িয়া থেকে (৩০ কিমি) সাগর বাসস্ট্যান্ড ৩০ টাকা, বেনুবন/চেমাগুড়ি (১১ কিমি) থেকে সাগর বাসস্ট্যান্ড ২০ টাকা, বাস স্ট্যান্ড থেকে মেলা প্রাঙ্গণ মাত্র ১ কিমি।

ধান গবেষণায় সকলকে টেক্কা দিল চুঁচুড়া কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০১৬ সালে সর্বভারতীয় সমন্বিত ধান উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রায় শতাধিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করে। ধান্য গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে হুগলি জেলার চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের নাম সর্বজনবিদিত। শুধু জেলাতেই নয়, জেলার বাইরে রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে সারা দেশে এই গবেষণা কেন্দ্রের সুনাম দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন সময়ে কৃষি ও কৃষকের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রের উদ্যোগে অনেক উন্নতমানের ধান আবিস্কৃত হয়েছে। এই গবেষণা কেন্দ্রর যুগ্ম অধিকর্তা মাধব চন্দ্র ধাড়া জানান, স্বাধীনতার বহু পূর্বে ১৯৩২ সালে এই গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে সর্বভারতীয় সমন্বিত ধান উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এই সংস্থা কাজ করে চলেছে। এই বছরই ছত্তিশগড়ের রায়পুরে আয়োজিত ৫১ তম বার্ষিক ধান্য গবেষণা দলের সভায় সেরা সর্বভারতীয় সমন্বিত ধান উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্র হিসেবে চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র এই প্রথম স্থানাধিকারীর সম্মান লাভ করে। প্রায় ২১০ একর এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত এই গবেষণা কেন্দ্রের শস্য বিজ্ঞান, প্রজনন বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব এই পাঁচটি বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। খরা সহনশীল নতুন নতুন জাত, হাইব্রিডের নতুন নতুন জাত আবিস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র এই ধান্য গবেষণা কেন্দ্র। বিভিন্ন সময়ে কৃষি ও কৃষকের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রের উদ্যোগে অনেক উন্নতমানের ধান আবিস্কৃত হয়েছে। বর্তমানে এই গবেষণা কেন্দ্র 'মুক্তশ্রী' প্রজাতির ধানের আবিস্কার করেছে। এই গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, 'আমন' ও 'বোরো' মরসুমে এই 'মুক্তশ্রী' প্রজাতির ধানের চাষ করা যেতে পারে। উঁচু থেকে মাঝারি এলাকায় এর চাষ করা যায়। ১২৫–১৩০ দিনের মাথায় এই প্রজাতির ধানের ফলন হয়। হালকা সুগন্ধী ভাবযুক্ত এই ধান থেকে সরু চাল তৈরি হয়। 'আমন' মরসুমে প্রায় ২৫ মন ও 'বোরো' মরসুমে প্রায় ২৫ – ৩০ মন ফলন হয় এই ধানের। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয় স্বীকৃত এই প্রজাতির ধানের বিশেষত্ব হল এই ধান আর্সেনিক সহনশীল জাত। অর্থাৎ আর্সেনিক প্রবণ এলাকাতে এই ধানের চাষ করা যায়। নদিয়া, বর্ধমানের পূর্বস্থলী ও উত্তর ২৪ পরগনাতে আর্সেনিক প্রবণ এলাকাতে এই ধানের চাষ করা সম্ভব এমনটাই মত কেন্দ্রের। ইউরোপীয় দেশ স্কটল্যান্ডের এক

বিজ্ঞানীর হাত ধরে প্রথম আবিস্কৃত হয়েছে যে ধানের কোন জিনে আর্সেনিক প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে ধানের মধ্যে জৈব ও অজৈব এই দুই প্রকারের আর্সেনিকের মধ্যে অজৈব আর্সেনিক খুবই ক্ষতিকারক যা ভারত তথা দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে উৎপাদিত ধানে এর প্রকোপ দেখা যায়। তাই আর্সেনিক সহনশীল ধান আবিস্কার নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। এর পাশাপাশি সি এন আর এইচ – ১০২ ১০৩ দুটি ধান আবিস্কৃত হয়েছে এই কেন্দ্র থেকে। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা যায় অন্য জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের তুলনায় এই দুটি প্রজাতির ধানের ফলন প্রায় ১৫–২০ শতাংশ বেশি। এই প্রজাতির ধানের বৈশিষ্ট্য হল এই ধান থেকে তৈরি চাল চিটচিটে হয় না, সরু হয়। ১৩০–১৩২ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট সি এন আর এইচ – ১০২ প্রজাতির ধানের বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ২৫–৩০ মন। 'খরিফ' ও 'বোরো' মরসুমে এই ধানের চাষ করা যায়। এই ধানের বিশেষত্ব হল সুন্দরবনের মত লবণাক্ত এলাকাতে এই ধানের চাষ ভালো হয়। অন্যদিকে সিএনআরএইচ – ১০৩ প্রজাতির ধানের ১১০ দিনের মাথায় ফলন ফলবে। বিঘা প্রতি এর ফলন প্রায় ২০–২২ মন। খরা প্রবণ এলাকাতে 'বোরো' মরসুমে এই ধানের চাষ করা যায়। উপরোক্ত প্রজাতির এই সকল ধান হুগলি জেলার সর্বত্র চাষ করা সম্ভব এমনটাই দাবি বিজ্ঞানীদের। ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী শস্যবিদ মলয়কুমার ভৌমিক জানান, এই গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ও আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থার সহায়তায় খরা প্রবণ এলাকাতে বর্ষাকালে চাষের জন্য 'আই. আর – ৬৪ ডি আর টি – ১' ও 'সহভাগী' এই দুটি প্রজাতির ধান আবিস্কৃত হয়েছে। হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতে 'ললাট' প্রজাতির পরিবর্তে 'সহভাগী' প্রজাতির ধান উপযুক্ত। ১১০–১১৫ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট এই ধানের বিঘা প্রতি ফলন প্রায় ১৮–২০ মন। ১২০–১২৫ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট 'আই. আর – ৬৪ ডি আর টি – ১' ধানের বিঘা প্রতি ফলন প্রায় ২০–২২ মন। চুঁচুড়া–মগরা ব্লকের ড্যামরা, গাণ্যেগড় ও পুরুলিয়াতে এই দুই প্রজাতির ধানের ওপর প্রদর্শনী হচ্ছে। যে সব স্থানে বহুদিন জল জমে থাকে সেইসব স্থানে ধান চাষ করার জন্য 'কনক' প্রজাতির ধান উপযুক্ত। ১৪০–১৪৫ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট এই মোটা ধানের বিঘা প্রতি ফলন প্রায় ২০ মন। আবার স্বর্ণ মাশুরী এম টি ইউ–৭০২৯ প্রজাতির বিকল্প হিসেবে 'কৌশল্যা' প্রজাতির ধান আবিস্কার করেছে এই সংস্থা। এর পাশাপাশি সি এন আর এইচ – ১০২ ১০৩ দুটি ধান আবিস্কৃত হয়েছে এই কেন্দ্র থেকে। অন্য জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের তুলনায় এই দুটি প্রজাতির ধানের ফলন প্রায় ১৫–২০ শতাংশ বেশি। এই প্রজাতির ধানের বৈশিষ্ট্য হল এই ধান থেকে তৈরি চাল চিটচিটে হয় না, সরু হয়। সি এন আর এইচ – ১০২ প্রজাতির ধানের ১৩০–১৩২ দিনের মাথায় ফলন হয়। বিঘা প্রতি এর ফলন হয় প্রায় ২৫–৩০ মন । 'খরিফ' ও 'বোরো' মরসুমে এই ধানের চাষ করা যায়। এই ধানের বিশেষত্ব হল সুন্দরবনের মত লবণাক্ত এলাকাতে এই ধানের চাষ ভালো হয়। অন্যদিকে সি এন আর এইচ – ১০৩ প্রজাতির ধানের ১১০ দিনের মাথায় ফলন ফলবে। বিঘা প্রতি এর ফলন প্রায় ২০–২২ মন। খরা প্রবণ এলাকাতে 'বোরো' মরসুমে এই ধানের চাষ করা যায়। 'মুক্তশ্রী' প্রজাতির ধান ছাড়াও হালকা সুগন্ধী ধান হিসেবে সরু ও লম্বা দেখতে 'সুকুমার' প্রজাতির ধান চাষের কথাও উল্লেখ করেছে সংশ্লিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র। ৪০–১৪৫ দিনের মেয়াদ বিশিষ্ট এই ধানের বিঘা প্রতি ফলন প্রায় ১৮ – ২০ মন। ধান আবিস্কার করা ছাড়াও হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী অঞ্চলে বন্যা সহনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য স্বর্ণ সাবওয়ান, সিহেরাম সাবওয়ান, বি আর –১১ সাবওয়ান, সাম্বা মাশুরী সাবওয়ান, আই আর ৬৪ সাবওয়ান এই সকল প্রজাতির ধানের পরীক্ষা – নিরীক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে খরা সহনশীল নতুন নতুন জাত, হাইব্রিডের নতুন নতুন জাত আবিস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জানান। আর্সেনিক সহনশীল ধান আবিস্কার ও সেরা সর্বভারতীয় সমন্বিত ধান উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্র হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান হুগলি জেলার চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের সাফল্যের মুকুটে নিঃসন্দেহে দ্বৈত পালক যুক্ত করেছে।

বীরভূম এক্সপ্রেস

দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর

অভীক মিত্র : দুপুরে খেলতে খেলতে বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে ৬০ নং জাতীয় সড়কে চলে এলে ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হলো দুই বছর সাত মাসের এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম সৌম্যজিত ঘোষাল। ২১শে ডিসেম্বর ৬০ নং জাতীয় সড়কের দেউচা গ্রামের ঘটনা। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জঙ্গলে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকালে বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামের বন্ধ বারুদ কারখানার জঙ্গলে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের নাম প্রণবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯ বছর)। বাড়ি সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লী এলাকায়। মৃতদেহের পাশ থেকে একটি মোটরবাইক, কীটনাশকের শিশি, মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। সদাইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতাল পাঠায়। ১৮ ডিসেম্বর থেকে নিখোজ ছিলেন। ১৯৯৮ সালে বন্ধ হয় চিনপাই বারুদ কারখানা। চিনপাই বারুদ কারখানার কমী ছিলেন।

অধ্যক্ষ ঘেরাও খয়রাশোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুব সংসদ প্রতিযোগিতার কটূক্তিকে কেন্দ্র করে খয়রাশোল কলেজের অধ্যক্ষকে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে। ২২ ডিসেম্বরের ঘটনা। যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানায় খয়রাশোল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। তখন তাদের কটূক্তি ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ জানায় খয়রাশোল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয় নি বলে অভিযোগ খয়রাশোল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের।

পৌষমেলায় বিকিকিনি

মাংস বিতর্ক সঙ্গী হল এবারের পৌষমেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শান্তিনিকেতনে গত২৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ৭ পৌষ ভোর সাড়ে পাঁচটায় ছাতিমতলায় উপাসনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল ১২২তম পৌষমেলা। এবারের পৌষমেলা 'শিশু বান্ধব মেলা' হিসাবে গড়ে উঠেছে। ক্যাশলেস মেলা গড়ার লক্ষ্যে মেলায় বসানো হয় সোয়াইপ মেশিন। আন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের মেলায় ভিড় ছিল কম। দৃষ্টিহীনদের জন্য গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। মেলায় বিজেপি স্টলের উদ্বোধন করেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ২৪ ডিসেম্বর পৌষমেলায় আসেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়। ২৫ ডিসেম্বর বিকালে মেলার মাঠে হয় সাঁওতাল যুবকদের 'গ্রিজপোল' লড়াই। মেলার বিভিন্ন স্টলে মাংস বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মেলার বিভিন্ন খাবারের দোকানে বিক্রি হচ্ছে মুরগীর মাংস দিয়ে তৈরি চাওমিন, পকোড়া, মোমো। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন অনুষ্ঠানে মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যা নিয়ে দেখা দিয়েছে নতুন বিতর্ক।

উল্লেখ্য, বাংলার ১২৫০ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মণ ধর্মে দীক্ষিত হন মহর্ষি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। এর সঙ্গে উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ৭ই পৌষ। ১৮৯৪সালে প্রথম পৌষমেলা শুরু হয়।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : উৎপল চৌধুরির স্মরণসভায় 'বীরভূম তিতলি' র উদ্যোগে হয়ে গেল স্বেছায় রক্তদান শিবির। ডিসেম্বর সিউড়ি শুঁড়িপুকুরপাড়া ভ্রাতৃসংঘ দুর্গামন্দিরে হয় স্বেছায় রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি ১ নং ব্লকের বিডিও, পুরসভার উপপুরপতি বিদ্যাসাগর সাউ। ৩০ জন স্বেছায় রক্ত দেন বলে জানান 'বীরভূম তিতলি' র কর্ণধার অনন্ত পাল।

চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪শে ডিসেম্বর মোবাইল চোরকে ধরে গণধোলাই দিলো স্থানীয় মানুষজন। পরে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ে হয়। ঘটনাস্থল রামপুরহাটের সুন্দিমোড়। চোরের নাম রানা শেখ। এদিন সকালে এক কাপড়ের দোকানদারের মোবাইল চুরি করে রানা। দোকানে সিসিটিভি থাকায় সহজে চোরকে শনাক্ত করে শুরু হয় গণধোলাই। রানার চুল, ভুরু কেটে নেয় স্থানীয় মানুষজন। পরে রামপুরহাট থানার পুলিস এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রানাকে।

মন্দিরে চুরিতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের শুরু হতেই বীরভূম জেলার তিন মন্দিরে চুরিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রে রাজনগর ছোটোবাজার এলাকার মনসা মন্দিরে ঘটে যায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা, প্রণামী বাক্স ভেঙে নিয়ে যায় নগদ টাকা। ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে তাতিপাড়া গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহাপ্রভু ও জগদ্ধাত্রী মন্দিরে সিদ কেটে ঘটে যায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা নিয়ে যায় চোরেরা।

সিউড়িতে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রি দশটার সময় সিউড়ি বাইপাশের সাজানো পল্লির ব্যবসায়ী কালিচরণ দাসের বাড়িতে ঘটে গেলো দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতি। চারজনের ডাকাত দল ভিতরে ঢুকে কালিচরণের আড়াই মাসের নাতনির মাথায় রিভালবার ঠেকিয়ে পৌনে তিন ঘন্টা ধরে চালায় তান্ডব। নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা, সোনার গহনা নিয়ে যায় ডাকাত দল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাত্রেই যায় সিউড়ি থানার পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরে ঘটনাস্থলে যায়।

মদ বিক্রি বন্ধের দাবি সংযুক্ত জনতা দলের

মলয় সুর, রামপুরহাট : নোট বাতিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে চিৎকার করছে তাতে মনে হচ্ছে সারদা ও নারদার সব টাকা তাঁর কাছেই রয়েছে। চোরের মায়ের বড় গলা। শুক্রবার রামপুরহাটে জেলা কমিটির দলীয় বৈঠকে এভাবেই তৃণমূল সুপ্রিমোকে কটাক্ষ করলেন জনতা দল ইউনাইটেডের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার শ্রীবাস্তব। নোট বাতিল নিয়ে প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন জনতা দল ইউনাইটেডের নেতা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। এদিন আগাগোড়া মমতার সমালোচনা করেন অরুণ কুমার শ্রীবাস্তব। যেভাবে মমতাজি চিৎকার করছেন তাতে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে কালো টাকা রয়েছে। বহু গরিব মানুষের টাকা ওরা আত্মসাৎ করেছেন। মানুষের চোখের জল পড়ছে। সেই টাকা ফেরতের কোনও চিন্তাভাবনা মমতার সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক তদন্ত করলে তৃণমূলের সমস্ত নেতানেত্রী মন্ত্রীরা জেলের ভিতর থাকবেন। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সঠিকভাবে তদন্ত করছেন না। বীরভূমের রামপুরহাট শহরের বাসস্ট্যান্ডে লক্ষ্মী ভবনে দলের জেলা কমিটির ডাকে অবস্থান করেন দলের সর্বভারতীয় নেতারা। জনতা দল ইউনাইটেডের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক অশোক দাস তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে হাওড়ার ধূলাগড় নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ধূলাগড়ে যেভাবে হিন্দুদের বাড়িতে মুসলিমরা আক্রমণ করছেন বা করেছেন তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর মৌনতা হচ্ছে হিন্দুদের উপর আক্রমণের অনুমতি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যটাকে পাকিস্থান বানাতে চাইছেন। সাধারণ মানুষ তা মেনে নেবে না। অশোকবাবু আরও বলেন, মুসলিম মহিলারা নমাজ পড়েন না। অথচ হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নমাজ পড়েন। এটাতেই পরিষ্কার স্রেফ ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে খুশি করতে এই ধরনের অভিনয় করছেন দিদিমনি। যা মুসলিম ধর্মেও নেই। এদিকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর স্বপন সরকার তাঁর ভাষণে রাজ্যে মদ বন্ধের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের প্রার্থী ছিলেন। স্বপনবাবু বলেন, নোট বাতিলের আগে বাংলায় মদ বন্ধ করা উচিত। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, আগে বিহারে ২০ হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি হলে সরকারের আয় হতো ৫ হাজার কোটি। কিন্তু মদ বন্ধের পর সরকারের আয় হয়তো কমেছে। কিন্তু পুরো টাকাই রাজ্যের মানুষের কাছে থাকল। বিহারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর মদ বন্ধের ফলে রাজ্যে ১৮ শতাংশ দুর্ঘটনা কমেছে। এমন কি মদ না খাওয়ার ফলে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে না। বাড়ির মহিলাদের উপর অত্যাচার কমেছে। কমেছে অনেক অপরাধ। এদিন সভার শেষে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনতা দল ইউনাইটেড প্রতিটি জেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এদিন মুর্শিদাবাদের বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক মোজ্জামেল হক সহ অনেকে একসঙ্গে জনতা দলে যোগদান করেন। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জনতা দল ইউনাইটেডের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ শ্রীবাস্তব। ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার যুব সাধারণ সম্পাদক অমর জিৎ ফুলমালি, সর্বভারতীয় যুব সভাপতি সঞ্জীব কুমার মহান্তি, সর্বভারতীয় নেতা কাশীনাথ রায়, রাজ্য যুব সভাপতি তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের রাজ্য কমিটির নেতা হান্নান শেখ প্রমুখ।

সোনারপুর পোলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘোষণা হয় নির্মল গ্রাম

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে পোলঘাট পঞ্চায়েত ও সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে বার্ষিক গ্রাম সভা ও নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত অধিবেশন হয়ে গেল সম্প্রতি। রক্তদান শিবির ও সুন্দরবন চক্ষু হাসপাতালের পরিচালনায় চক্ষু ও ছানি পরীক্ষা করার জন্য আয়োজন করেছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান আখন্দ আনোয়ার উল হক। ২৪ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে ব্যাপকভাবে ভিড় জমতে শুরু করে পোলঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। সেদিন ৯৩ জন রক্তদান করেন। ১২০ জন ছানি ও চক্ষু পরীক্ষা করেন। এছাড়া বার্ষিক গ্রাম সভায় আলোচনায় উঠে আসে সমস্যার কথা। রাস্তা ঘাট, পানীয় জল এবং আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হয়। গত বছরের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকেশ নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা শাসক সামা পারভিন ও সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ (পূর্ত) আবু তাহের সারদার এবং কাউন্সিলর সৌমেন মোহন ঘোষাল ও সোনালী রায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়ত প্রধান আখন্দ আনোয়ার উল হক, উপ প্রধান এনসান মন্ডল এবং পোলঘাটের পঞ্চায়েত সদস্যরা। সেদিন ঘোষণা হয় নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত।

৩০শে ডিসেম্বর '১৬ থেকে ৮ই জানুয়ারী '১৭

আয়োজক ঃ কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ও কল্যাণী পৌরসভা

সেন্ট্রালপার্ক, কল্যাণী, নদীয়া ● প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাত্রি ১০টা

থাকছে নানা বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা সভা

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬
বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা সভা

●

২রা জানুয়ারী ২০১৭
খেলাধূলা নিয়ে আলোচনা

●

৪ঠা ও ৬ই জানুয়ারী ২০১৭
সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা

থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সুযোগ

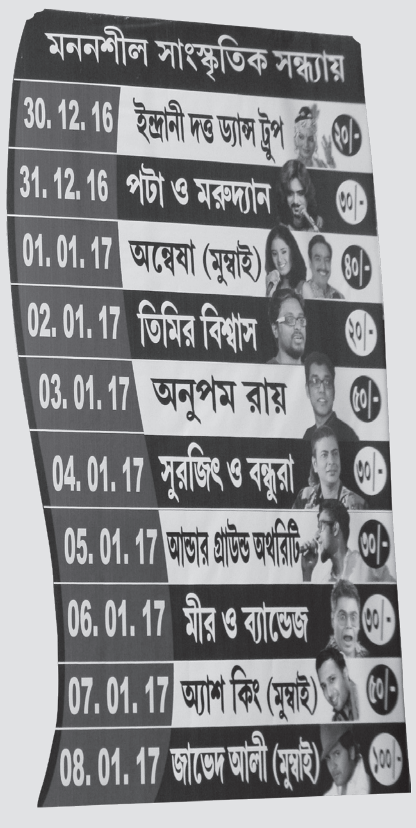

কল্যাণী পুরসভার পক্ষ থেকে সকলের সাদর আমন্ত্রণ

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বৌঁচিগ্রামে পুরাতন পঞ্চায়েত ভবনে অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সকলের কাছের মানুষ সাংসদ রত্না দে নাগ, পান্ডুয়া ব্লকের সভাপতি আনিসুর রহমান প্রমুখ। এই সম্মেলনে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিল।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাঁশবেড়িয়ার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বাঁশবেড়িয়ার প্রাক্তন পুরপিতা রথীন দাস মোদক। এই শিবিরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, বর্তমান উপ-পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী প্রমুখ। শিবিরে শতাধিক মানুষ রক্তদান করার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের প্রায় ৩৫ জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

দুই দলের ঝামেলা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাদা, কাকদ্বীপ : কাকদ্বীপের পিকনিক স্পট নিউ বকখালিতে পিকনিক করতে আসা দুই দলের মধ্যে ঝামেলা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ। ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের একটি জিপ। আহত হয়েছেন ২ পুলিশ কর্মী। ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায় কাকদ্বীপের নিউ বকখালিতে। ধৃতদের সোমবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বড়দিন উপলক্ষ্যে এই পিকনিক স্পটে কয়েক হাজার মানুষের ভিড় হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ ডিজে চালিয়ে নাচ করা নিয়ে দুই দলের মধ্যে বচসা শুরু হয়। দু'দলের সদস্যরা মত্ত অবস্থায় ছিল। বচসা থেকে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ মারপিট থামাতে যেতেই তেড়ে আসে মত্ত যুবকের দল। পুলিশকে লক্ষ্য করে ভাঙা মদের বোতল ছুঁড়তে থাকে। কয়েকটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কয়েকটি গিয়ে পুলিশকর্মীদের হাতে ও পায়ে লাগে। এর মধ্যে কয়েকজন গিয়ে পুলিশের জিপে ভাঙচুর চালায়। পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়।

শ্রীরামপুরে স্যালোন ২০১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম ইন্টারন্যাশনালডিজিট্যালফটোগ্রাফি স্যালোন ২০১৬-র আয়োজন হয়ে গেল শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুর ফটো ফোকাসের পরিচালনায় তিনদিনের এই প্রদর্শনী শুরু হয় ২৩ ডিসেম্বর চলে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্র সাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রত্না দে নাগ সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে প্রবাদপ্রতীম চিত্র সাংবাদিকদের তোলা মোট ৬৮টি ছবি স্থান পায়।

বসুকাঠি আনন্দনগরে বড়দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিন। এই দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেন্ট লুকস চার্চ বসুকাঠি আনন্দনগর বড়দিন উদযাপন কমিটির পরিচালনায় দশদিন ধরে চলছে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় অনুষ্ঠান এবং মেলার উদ্বোধন করেন কলকাতা ডায়োসিসএর সহ সভাপতি পি ক্যানিং। এ ছাড়া অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট জনেরা। দশদিন ধরে চলা অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে থাকছে লোকগান, আধুনিক গান, নৃত্যানুষ্ঠান, থাকছে দেদার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য থাকছে ২৯ তারিখ সন্ধ্যে ৬টায় যিশুখ্রীষ্টের জীবন নিয়ে এক চলচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় লটারির প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটানো হবে বলে জানা যায়। প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো চার্চটি এলাকার সাধু লুকসের উপাসনা কেন্দ্র নামেই পরিচিত বলে জানান এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা খোকন সেনাপতি।

১ থেকে ৫০ জনের

সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্

ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

8768493400, 9232112629

Tender Notice

Tenders are invited from bonafide and reputed co-operatives/SHGs contractors/individuals for storing/ carrying of food stuffs and mechanised boat of the Gosaba ICDS Project, South 24 Parganas for the period of one year i.e. for the year 2017-2018.

Further details are available from the office of the undersigned.

The tentative date of dropping of Tender has been fixed on 24.01.2017.

Sd/-
Child Development Project Officer
Gosaba I.C.D.S Project
South 24 Parganas

১৪৪৬(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৪.১২.১৬

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

এবারের বিষয়

অবৈধ পুকুর ভরাট

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

অভিযোগ : মহাশয় আপনার অবগতির জন্য গভীর দুঃখে এবং আতঙ্কে জানাই যে আমার বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। বিয়ের পর আমি যখন এই বাড়িতে বৌ হয়ে আসি বাড়ির কাছের পুকুরটি ঘিরে আমাদের আনন্দ ছিল দেখার মতো। লক্ষ্মী পুজোর কলা গাছের ভেলা, বাচ্ছারা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে স্নান, সাঁতার কেটে কত না আনন্দ উপভোগ করত কিন্তু অল্প অন্যান্য পুকুরগুলির মতো আমাদের এই অতি প্রাচীন পুকুরটিও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে এই পুকুরটি রক্ষা করার আকুল নিবেদন করে এই দরখাস্ত দিলাম...

উপরোক্ত মর্মান্তিক চিঠি আমরা যারা থানার বড়বাবু হিসাবে কাজ করেছি অনেকেই এই ধরনের খবর পাওয়া সত্ত্বে আজ বহু পুকুর জলাজমি চোখের সামনে ভরাট হয়ে গিয়েছে এবং আগামী দিনেও হবে। আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার ঘটনা জানলে বুঝতে পারবেন কি ভাবে পুকুর, জলা জমি ভরাট হয় এবং একটু সৎ প্রচেষ্টা থাকলে এই সব অবৈধ কাজ বন্ধ করা যায়। উক্ত ঘটনার enquiry তে যে ব্যক্তি পুকুরটি এলাকার কিছু ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে ভরাট করা শুরু করেছিল তাকে নোটিশ দিয়ে সমস্ত কাগজ পত্র সহ থানায় ডেকে পাঠাই। কিছু ছেলে সহ থানায় এসে সেই পুকুরটির ভরার করার সপক্ষে আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে সমস্ত কাগজ যেমন পরচা, খতিয়ান (যেখানে লেখা শালিজমি/বাস্তু, BLRO corporation এর কাগজ জমির মালিকের বিক্রয় দলিল সহ নানা কাগজ আমায় দেয় সে। আমার সন্দেহ হওয়ায় ওকে প্রত্যেকটি কাগজে "Submitted by me in presence of two witness to be true and jenuine" লিখে তার নিচে সেই ব্যক্তিকে তারিখ সহ সই করতে বললে সে দুদিনের সময় নিয়ে সই না করে চলে যায় কিন্তু enquiry তে সেই ব্যক্তির দাখিল করা সব কাগজ দলিল জাল বলে প্রমাণিত হয়, এই ভাবেই উক্ত ব্যক্তি জাল BLRO Corporation বিভিন্ন জায়গার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হয় জোগাড় করে, নয়ত নিজেই সব সরকারি বেসকারি 'সিল' বানিয়ে পুলিশ সহ অন্যান্যদের বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

এই ভাবেই বহু আগে থাকতে বিভিন্ন জলাজমি পুকুর ভরাট করে বিশাল বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করেছে। এখনও বিভিন্ন জায়গায় এই চক্র কাজ করে চলেছে। এরা pollution কর্তৃপক্ষের নামেও জাল কাগজ পত্র তৈরি করত। পরে ঘটনা জানার পর একটি কেস u/s 283/188/420/468/466/464/477 IPC read with section under environment Prohebition Act 1986 starts হলে এই নিয়ে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও আমার স্বপক্ষে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালে এবং এলাকার শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পাশে দাঁড়ালে সেই ব্যক্তি সহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা এলাকা ছেড়েই পালিয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও আর পাওয়া যায় নি। ফলে শুধু এই একটি পুকুর নয় আরও অনেক পুকুরসহ জলাজমি যেগুলি wet land এর আওতাভুক্ত সেগুলি রক্ষা পায়। এই লড়াইয়ের পেছনে আমি সবচেয়ে বেশি মানসিক শক্তি পেয়েছিলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ সহ অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সর্বশ্রেণীর মানুষের। এবং কিছু সহকর্মীদের কাছ থেকে। আজ সোনারপুর থানা এলাকা সহ অন্যান্য জায়গায় শত শত বিঘে wet land –র আওতাভুক্ত জমি কি ভাবে কিছু অসাধু প্রমোটার সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জাল দলিল করে শুধু মাত্র নিজের পরিবারের স্বার্থে কাজ করে চলেছে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই অন্যায় কাজ বন্ধ করার কত আইন আছে। কিন্তু সদিচ্ছা নিয়ে এই বেআইনি কাজ বন্ধ করার আদর্শবান মানুষের আজ বড়ই অভাব। সোনারপুর থেকে আলিপুর পুলিশ হেড কোয়ার্টার নবান্ন, রাইটার্স বিল্ডিং খুব বেশি দূরে নয়। সব কিছু মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে হবে? পাঠকরা একটু ভাববেন।

হায়রে সবুজ পার্ক!

আজকাল বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় অনেক সরকারি, বেসরকারি পার্ক নিজেদের দখলে রেখে নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। শুনলে অবাক হতে হয় আজকাল যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করে সেই ব্লাড ডোনেশনের যে কার্ড পায় তার বেশির ভাগই কার্ড কিছু টাকা নিয়ে বিক্রি করে দেয়। এছাড়া এখন আবার নতুন করে কিছু কিছু ক্লাব সদস্যদের শুরু হয়েছে কালী, তারা মায়ের প্রতি অতি ভক্তির প্রতিচ্ছবি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কপালে লাল টিপ পরে কেউ কেউ আবার সরকারি রাস্তা দখল করে প্রচন্ড জোরে মাইক বাজিয়ে এই ঠাকুর ভক্তি দেখাবার প্রতিযোগিতা করে চলেছে। কর্পোরেশন থেকে একটা পার্ককে বহু টাকা খরচ করে দামি বিদেশি ঘাসের চারা লাগানো হয়েছে, লোহার বাউন্ডারি রং করানো হয়েছিল। ২/৩ মাসের পর পার্কটি সবুজে সবুজে ছেয়ে ওঠায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ভীষণ খুশিতে প্রাত এবং সন্ধ্যা ভ্রমণ শুরু করেছে, ঠিক সেই সময়ে মোটা টাকা নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ টিভি সিরিয়ালের জন্য মাঠটি ভাড়া দেয় এবং সেই সুন্দর মাঠটির সবুজ ঘাস, গ্রিলের রং সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। কিছু কিছু পার্ক বিয়ে বাড়ি, জন্মদিন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য যে হাজার হাজার টাকায় ভাড়া বাবদ নেওয়া হয় তার যেমন বৈধ রসিদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। তেমনি বছরের পর বছর কোনও অডিটও করায় না। এই রকম ঘটনা একটু খোঁজ নিলেই পাঠকরা জানতে পারবেন। আবার কিছু কিছু ক্লাব কর্তৃপক্ষ আছেন যাদের সমাজসেবা, ক্লাব পরিচালনা করার পদ্ধতি সত্যিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যা দেখে গর্ব বোধ হয়, এদেরকে অনুকরণীয় রোল মডেল করে অন্যদের শেখা উচিত।

আপনার এলাকায় যদি সত্যিই সরকারি পার্ককে(বিশেষত যারা অনুদান পেয়েছে) কিছু ব্যক্তি যদি পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে এই ধরণের বেআইনি কাজ করে থাকে তবে "To the MIC Park and square, Kolkata corporation, copy to commissioner of Kolkata corporation কে পার্ক–এর কিছু ছবি যা আগে ছিল এবং এখন হয়েছে পাঠিয়ে দরখাস্ত দিলে দারুণ ফল পাবেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাবার জন্য website : cm@wb.gov.in and cm@.wb.nic.in fax no. 033 221455555, 22140528 প্রভৃত সাহায্য করবে। দয়া করে মিথ্যা অভিযোগ করবেন না।

আগামী সপ্তাহে মোবাইল ক্রাইম

লাইফ লাইন

- নবান্ন ২২১৪৫৪৮৬
- ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪০
- লালবাজার ২২৫০৫০০০, helpline : 1091 1090

মোবাইল থেকে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের কোনও ঘটনার জন্য Child helpline : 1098
- women help line Dist 24pgs(South) 2448 2448
- women help line Dist 24pgs(North) 9830220100

এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকেও Fax No 22415555 and 22140528 জানাতে পারেন।

টাকাটাকাটাকাটা...ধরিতে না পারি

সুকুমার মণ্ডল

বেশ কাটছিল ভাই বচ্ছরটা। আইপিএল ফুটবল ধামাকা, বিরাট ক্রিকেটের ছক্কা, কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের লড়াই – এসব নিয়ে ২০১৬ সালটা বেশ তরতরিয়ে কেটে আসছিল, কেটেও যেত হয়তো। শেষবেলায় হঠাৎ একি কাণ্ড বলুন দেখি। মোদিজির হাঁকানো ব্যাটে পাঁচশো আর হাজারের নোট বাউন্ডারির বাইরে। বছর শেষে শীতের মৌতাতে পিকনিক, বেড়ানো কিংবা আরও কত রকমের প্রোগ্রাম ভাঁজেন সব্বাই। নোটের গেরোয় সেসব জমাটি পরিকল্পনাগুলো প্রায়

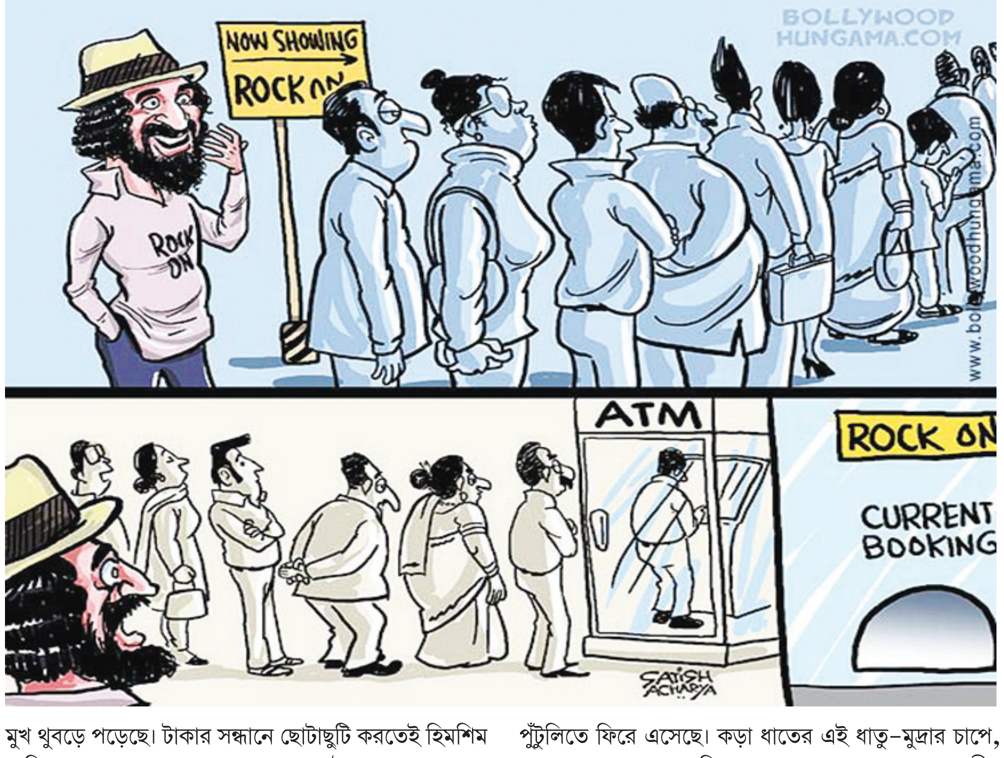

মুখ থুবড়ে পড়েছে। টাকার সন্ধানে ছোটাছুটি করতেই হিমশিম খাচ্ছি, অন্য ভাবনার ফুরসত কোথায় মশাই।

লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে আজকাল কেউ আর প্রশ্ন করে না, কেমন আছেন ...ভালো তো! এখন দুটি মানুষ মুখোমুখি হলে ওই একটাই কথা, টাকা তুলতে পারলেন? টাকা .. টাকা ...টাকা। কানু বিনে গীত নাই। টাকা ছাড়া কথা নাই কারো মুখে। গোমড়ামুখো, রাশভারি প্রৌঢ়, কলারতোলা–মস্তান, ফাজিল ছোঁড়া, খুঁতখুঁতে মহিলা, বিরক্ত গৃহবধূ মায় প্রেমে হাবুডুবু যুগলেরা – সক্কলের মুখে কেবল টাকার কথা। দু–হাজারী ফুরফুরে গোলাপ, কেউ ছুঁতেই চাইছে না। গোলাপে কাঁটা থাকবেই, ওই গোলাপী নোট পকেটস্থ করার পরেও যথেষ্ট খচখচানি, এটিকে খরচ করব কিভাবে, কে ভাঙিয়ে দেবে! খুচরোর কাঁটার যে এত দাপট, তা এতদিন খেয়ালই করেননি। পাঁচশোর নোটের ওপর দিয়ে তরতরিয়ে সংসার তরণী গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছেন। সেই চলার পথে একশো, পঞ্চাশ কিংবা দশ বিশ টাকার নোটেরা নেহাতই ফিল্মের এক্সট্রা আর্টিস্ট–এর মতো আপনার মানি ব্যাগ বেয়ে যাতায়াত করত। বড় অবহেলায় দিন কাটছিল ওদের। এতদিনে ওদের দিকে আমাদের নজর গেল, অনাদরের কাল ফুরিয়েছে ওদের। বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে দশ টাকা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ধাতুর চেহারায় ছোট ছোট পুঁটুলিতে ফিরে এসেছে। কড়া ধাতের এই ধাতু–মুদ্রার চাপে, ধাতু–মুদ্রাকে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করার ধাত ছেড়ে যাবে। প্রাচীন কালে মোহর রাখার জন্য রেশমী পুঁটুলি (গেঁজের) ব্যবহার হত। সেই অভ্যাসে চটপট ফিরে আসুন ভাই। মুদ্রা বহনের মুদ্রা–দোষ আবার ফিরে এলো বলে। টাকা ওল্টালেই কাটা। সেই পরমাকাঙ্খিত টাকা–ই এভাবে কাটবে তা কি ভেবেছিলেন কোনদিন!

পরমহংসদেবের প্রবাদপ্রতীম আপ্তবাক্যটিকে শিরোধার্য করে দলে দলে প্রোমোটারেরা অনেকদিন আগেই হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুর–ডোবা–নালা–মাঠ ঝপাঝপ্ দখল করে নির্মাণ কাজে মেতে উঠেছিল। পাঁচশো–হাজারের ভ্যানিশ হওয়ার ধাক্কায় তারাও ছেতরে পড়েছে। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে সামান্য (?)কিছু নোট ইদিক–সিদিক করে রাখা ছিল, সেখানেও সরকারের কু–নজর! ছিঃ ছিঃ এমন শত্রুতা শত্তুরেও করে না, এখন কি যে করি। ওই অবৈধ–দের কি করে যে বৈধ করি তা ভাবতে ভাবতে অনেকেরই বুকের বাঁ–দিকে চিনচিনে ব্যাথা হচ্ছে, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, ভুল–বকা – এমন সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি অসুখেরা কেত্তন শুরু করে দিয়েছে। গরিবের বোধহয় তত জ্বালা নেই, যার টাকাই নেই তার আর বাটপাড়ের ভয় কি! তবে কিনা সত্যিকারের সর্বহারা গরিব মানুষ বিশেষ আর আছে কি এদেশে! এতদিন শুনে এসেছি, টাকার তাপ লুকিয়ে রাখা যায় না, এখন সেই উপলব্ধি পাল্টানোর সময় এসেছে। ইদানিং আপাত–গরিব মানুষের কাছে জমানো কিংবা লুকোনো টাকার খবর মাঝে মাঝে যা বেরিয়ে আসে তা শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

টাকার জোর বড় জোর। টাকার জোরে ধনী কিংবা দুষ্কৃতীদের দাপট চিরকালের। সেই ঝাঁঝ সহ্য করতে হয় নীচুতলার মানুষদের। আজ কিন্তু একটু হলেও অবস্থান–টা পাল্টেছে। গরিবদের প্রায়–ফাঁকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লুকোনো টাকার কিছু কিছু গুঁজে রাখার জন্য হত–দরিদ্র মানুষগুলোকে কাছে ডেকে গায়ে–মাথায়–হাত বুলিয়ে আবদার করতে হচ্ছে,

উল্টোপাল্টা

তোর কোনও ভয় নেই, বাজার একটু ঠাণ্ডা হলেই সরিয়ে নেবো, তুই পাবি .... টাকা। দামি টাকার দুম্ করে এমন ফানুস হয়ে যাওয়ার জেরে ধনীদের তীব্র হা–হুতাশ বেশ উপভোগ করছে গরিব মানুষেরা। মনে মনে আহ্লাদে ফুটতে ফুটতে ওরা বোধহয় বলছে, দ্যাখ্ কেমন লাগে!

আহা বছর শেষের বড়দিনের ফুর্তি, পিকনিক–চিড়িয়াখানা–বোটানিকাল–নিক্কো পার্ক–সায়েন্স সিটি, কল্পতরু মেলায় বেড়ানো সব কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। এবছর নিউ ইয়ার্স ইভে, আর বুঝি ইভ নিয়ে ঘোরা হয়ে উঠল না। রোজ সকালে ঘুম ভাঙলেই মুখ–টা তেতো তেতো। কান খাড়া করে পথ চলি, কোন পাড়ার এটিএমে টাকা ভরে গেছে, সেই খবরটা আগে জোগাড় করি, আর তারপর মুক্তকচ্ছ হয়ে সেদিকে দৌড়। বাকিরা জানার আগেই পৌঁছাতে হবে নইলে কপালে ঢুঁ ঢুঁ।

ও হরি! সেখানে গিয়ে দেখি সাপের মত লম্বা লাইন। এবং কি কপাল দেখুন, সেখানেও আমি সবার পিছনে! লাইনের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়ানোর মত বাজে পরিস্থিতি আর দুটি আছে কিনা জানিনে! ভারী বিচ্ছিরি লাগে তখন, মুখের তিতকুটে ভাব ফিরে আসে ফের। এ যে কিসের ফেরে পড়লাম সবাই! হায় টাকা হায় টাকা করি, টাকারে না ধরিতে পারি, করি কি উপায়!

এবিসিডি নামে এক সমাজসেবী সংস্থার উদ্যোগে সম্প্রতি সুন্দরবনে লেবুখালি কেটারচকের স্বরূপকাটি গ্রামাঞ্চলে প্রায় শ'খানেক আদিবাসী দরিদ্র মানুষের শীত নিবারণের জন্য শাল, সোয়েটার, জ্যাকেট ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও বাচ্চাদের টুপি, সোয়েটার ও শীতবস্ত্র প্রদান করেন এবিসিডির সদস্য সদস্যারা। এই গ্রামটিকে ইছামতী সহ চারটি নদী ঘিরে রেখেছে। এদের মূলত জীবিকা হল মাটি কাটা, মাছ ধরা ও চাষবাস। এর মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করছেন এরা। এইসব খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে পেরে সংস্থার সদস্যরা খুবই গর্বিত। এবিসিডির কর্ণধার অতনু আচার্য বললেন, দীর্ঘ ৫ মাস ধরে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শীতবস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি জোগাড় করেছেন তাঁরা। সকলের সাহায্যেই সুসম্পন্ন করা গেল এই উদ্যোগ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, এবিসিডি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। আগামী দিনেও পথশিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা আছে এদের।

বারুইপুর কমলা ময়দানে গত ২৪ ডিসেম্বর অষ্টম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সবলা মেলার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ সহ বারুইপুরের কাউন্সিলর ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক পিবি সেলিম, সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরি সহ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকরা। মেলা চলে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রায় ৪৫টি স্টল ছিল এই মেলায়। বিক্রিবাটা ভালই হয়েছে।

মাঙ্গলিকী

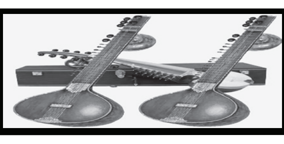

কবিতার মধ্যে দিয়ে এক উন্নত সমাজ গঠনই লক্ষ্য চিন্ময়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্লাস এইট থেকেই কবিতা লেখার শুরু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের বাসিন্দা চিন্ময় গোলাদারের। ১৯৭৩ সাল থেকেই তাঁর কবিতা বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। চিন্ময় গোলদারের জন্মস্থান ওপার বাংলার খুলনা জেলায়। ১৯৭১ সালে ভারত–বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় একপ্রকার ছিন্নমূল হয়ে চলে আসেন ভারতে। এ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরের শিমূলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। কবিতা লেখার প্রেরণা তিনি পারিবারিক সূত্র থেকে পাননি। এই প্রেরণা পেয়েছেন তিনি তাঁর নিজস্ব মনন থেকে বলে জানালেন। চিন্ময়বাবুর কবিতায় রোমান্টিকতার চেয়ে গণমুখীনতা বেশি। কলকারখানা, খেত–খামারের শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাপন সহ দেশভাগের বলি হওয়া বা ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের মর্মকথাই তাঁর কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়। সংকেত, অন্বীক্ষা, প্রতিধ্বনি, কৃষ্টি, ছোঁয়া সহ বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল, 'নতুন সকাল', 'মাটির মানুষের কবিতা', 'স্বপ্নময় বহতা জীবন' ও 'মুক্ত জীবন কথা'। তাঁর সব কটি কাব্যগ্রন্থই উঠে এসেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যাবহুল মানুষের দুঃখ–দুর্দশা ও সমস্যা–সঙ্কটের চিত্র। তাঁর লেখায় সমাধানও টেনেছেন বিপ্লবী চিন্তা–চেতনায় সমাজ পরিবর্তনের আহ্বানের মধ্যে দিয়ে। 'মাটির কথা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশনা করেছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন তিনি। কবি হিসেবে সম্বর্ধিত হয়েছেন ধারাপাত, উত্তর শ্রীভূমি, জেলার আলোকবার্তা, নতুন জগত প্রভৃতি পত্রিকা থেকে। তাঁর মূল লক্ষ্য, লেখার মধ্যে দিয়ে এক সুস্থ, সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ জীবন গঠন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ সকালে সেন্টার সিঁথি রোডের জুনিয়ার প্রাইমারী স্কুলে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিক'–এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্যামল দে বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায়, দেবপ্রসাদ দাসের সুন্দর সঞ্চালনায় ও ডাঃ সুবীর কুমার বসুর স্মরণে বত্রিশতম 'স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে' মোট ২৩ জন ব্যক্তি রক্ত দান করেন। জনদরদী অনুষ্ঠানে সংস্থার সভ্যদের বহুবিধ জনসেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বিধায়িকা মালা সাহা, ডাঃ কল্যাণ ব্যানার্জী ও নির্মল গুছাইত। বিধায়িকা ও সভ্যদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পথ দুর্ঘটনায় আহত এলাকার একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে 'হাতে ঘোরানো তিন চাকার সাইকেল' সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দেন। অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ বিনা ব্যয়ে এই মহৎ 'দানকে' বিশেষভাবে সাধুবাদ জানানয

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকী বিভাগে কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আলিপুর বার্তার পাতায়।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ক্যানিং–১ নম্বর ব্লক সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও অন্যান্যদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

(১) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী গুদামজাত করা প্রকল্পস্তরে।

(২) প্রকল্পস্তর হইতে কেন্দ্রস্তরে (ক) খাদ্যসামগ্রী পরিবহন (খ) অন্যান্য সামগ্রী পরিবহন এবং কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকল্পে খাদ্যদ্রব্য পরিবহন।

প্রযোজ্য শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ সহ দরপত্রের নিদর্শন এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের দিন হইতে পরবর্তী ২১ দিন পর্যন্ত্য (ঐ দিন সরকারী ছুটির দিন হলে পরবর্তী কাজের দিন) সকল কাজের দিন বেলা ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত্য বিনামূল্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে।

অদিতি দাস
ক্যানিং–১ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পাধিকারিক
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৪৪৭(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৪.১২.১৬ Memo No. 04/ICDC/CAN–I dated 02/01/2017

সারদা মায়ের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ''ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের'' উদ্যোগে ও কর্মসচিব ভক্তপ্রবর সমর সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে পরমারাধ্যা জগন্মাতা শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর ''১৬৪তম শুভ জন্মতিথি মহোৎসব মহা সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হল। সারদা মায়ের ঐতিহাসিক মহান জীবনী এবং অমরবারী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন স্বামী তত্ত্বাতীতানন্দজী মহারাজ, পার্থসারথি গোস্বামী এবং পূর্বা সেনগুপ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য ও সমীর বসু। এছাড়া বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ নিবেদন, আরত্রিক ভজন, সন্ধ্যারতি এবং অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

স্মৃতিবাসর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মনোহর পুকুর রোডের ''উত্তম মঞ্চে'' কিংবদন্তী তবলাবাদক সঙ্গীতাচার্য সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাসের স্মরণে বিংশতিতম ''স্মৃতিবাসর উৎসবে'' প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন স্বামী সোমাত্মানন্দজী মহরাজ। বাঁশী বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন রণু মজুমদার। সঙ্গে তবলা বাজিয়ে আপ্লুত করে দেন পন্ডিত স্বপ চৌধুরী। তবলার লহরা বাজিয়ে আনন্দ দেন সুকল্যাণ মৈত্র। সাথে হারমোনিয়াম বাজান হিরন্ময় মিত্র। খেয়াল শুনিয়ে মোহিত করেন ওঙ্কার দাদারকার। সঙ্গে তবলা বাজিন সুমিত সিংহ রায়। সঞ্চালনা করেন দেবাশিস বসু। পরিচালনা করেন সম্পাদক রাধাবল্লভ দাস। অতিথি ছিলেন তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে শনি ও রবিবার (১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর) দু'দিন ধরে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে প্রথমদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন রাহুল মিত্র। এরপর শিশির দাস ও তাঁর সম্প্রদায় যন্ত্রসঙ্গীতে গান শোনান। দ্বিতীয়দিন সকাল থেকে দিনভর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আলোচনা সভার বিষয় ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার অবদান।' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পন্ডিচেরি অরবিন্দ আশ্রমের মনোজ দাস। এছাড়া ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গবেষক সুধীর চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য। ওইদিন দ্বিতীয় পর্বে যুব সম্মেলনে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় থাকে জীবন–সংস্কৃতি–আধ্যাত্মিকতা' শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ের কর্ণধার সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, মনীষীদের নিয়ে সেবামূলক কাজ করে এই সংগঠন এই ধর্মপ্রাণ মানুষটির কাছে নিলয় অন্তপ্রাণ।

ওইদিন আলোচনাসভাতে তিনজন গুণীব্যক্তিকে বিশেষ স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করেন সঞ্জয় (কান্টু)। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, কলকাতা পাঠমন্দিরের সম্পাদক দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, নিলয়ের সম্পাদিকা স্বাতী শীল, বজবজ জুট মিলের ম্যানেজার অরিন্দম সিংহ রায়। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালন করেন কলকাতা শ্রীঅরবিন্দ ভবনের বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২২ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৭

১৫ই জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বেলা ১২টা বিভাগ ক–১৮ বছর পর্যন্ত

ভজন (১) মেরে প্রীতম মেরে প্রীতম অথবা (২) বোধ সাগরে বোধের লাগিয়া অথবা (৩) হৃদয়েতে নাচে মা শ্যামা

বেলা ২টা বিভাগ খ–১৮ বছরের ঊর্দ্ধে ২৫ বছর পর্যন্ত (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

ভজন (১) আমির আমি অহং দেব অথবা (২) আনন্দঘন শ্যাম অথবা (৩) হৃদয় আকাশে বিরাজে

বেলা ৪টে বিভাগ গ–২৫ বছরের ঊর্দ্ধে (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

ভজন (১) আনন্দে মজলোরে মন অথবা (২) এ দেহ ঘুড়ি কে বানালো অথবা (৩) কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই ৯টি ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Competition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

ভজন বিষয়ের নাম দেওয়ার জন্য SMS/Whatsapp পাঠান এই ভাবে–'Vajan', 'Ka' অথবা 'Kh' অথবা 'Ga' প্রতিযোগীর নাম সহ ঠিকানা এবং অন্য আর একটি ফোন নম্বর সহ পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে–৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭ এবং ৮০১৭৬১৬১৫১ ইমেলেও পাঠাতে পারেন–info@aamibodh.org

নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই জানুয়ারি ২০১৭

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭তে)

বিকাল ৪টা –**একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৭ বৈকাল–৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

খিলকাপুর বইমেলার জন্মলগ্নেই উপচে পড়ে ভিড়

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হল 'খিলকাপুর বইমেলা'। ২৫ ডিসেম্বর, রবিবার বড়দিনকে সামনে রেখে এই বইমেলার প্রথম বর্ষের সূচনা হয়। ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পাঁচদিন ব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন বারাসতের সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও মধ্যমগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক রথীন ঘোষ। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এই সভাধিপতি রেহেনা খাতুন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এমদাদুল হক মিলন, সেরিনা হোসেন, বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মামুন আখতার সহ বহু কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। প্রথমবার শুরু হলে এই বইমেলার প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড় ছিল নজরকাড়া। পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা এই বইমেলার মূল উদ্যোক্তা হাজী শেষ মনুয়ার আলি বলেন, 'এই এলাকায় কোনও বইমেলা ছিল না। স্থানীয় সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী ও ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে এই বইমেলার সূচনা।'

মেলার মূলমঞ্চে প্রতিদিনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভার কথাও জানালেন মনুয়ার আলি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানান, নিজের ছাত্রাবস্থায় ক্লাসে ফার্স্ট বয় থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক অভাবের তাড়নায় ক্লাস নাইনে উঠে আর পড়া হয়নি। রোজগারে নামতে হয়। মনে মনে সঙ্কল্প করেন, জীবনে কখনও দাঁড়াতে পারলে দারিদ্রের কারণে কোনও ছেলেমেয়ের পড়াশুনো যাতে বন্ধ না হয়, তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পরবর্তীতে তিনি তার সঙ্কল্প ভোলেননি। বহু গরিব ছেলেমেয়েকে পড়াশুনোর খরচ ও সামগ্রীর জোগান নিয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছেন। এলাকায় এই প্রথম খিলকাপুর বইমেলার সূচনাও সেই প্রচেষ্টারই অঙ্গ, বলে মনে করছেন স্থানীয় মানুষ।

চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ডিসেম্বর সকালে সিঁথি কালীচরণ ঘোষ লেনে ''সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের'' উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্যামল দে বিশ্বাসের সুষ্ঠু পরিচালনায়, দেবপ্রসাদ দাসের সঞ্চালনায়, অজিত ঘোষের স্মরণে ও খ্যাতনামা চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার সুব্রত সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে বিনা ব্যয়ে ৩৭তম 'চক্ষু অস্ত্রোপচার (মাইক্রোসার্জারি) শিবির'–এ মোট ছয়জন ব্যক্তি অস্ত্রোপচার করেন। জনদরদী প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুচিকিৎসক, প্রখ্যাত সমাজসেবক ও সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় সংস্থার সভ্য–সভ্যাদের বহুমুখী জনহিতকর কর্মযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি ডাঃ সৌমেন মিত্র, পুরমাতা পুষ্পালী সিনহা, নির্মল গুছাইত, টুবলু দত্ত, মায়া চট্টোপাধ্যায়, কবিতা ঘোষ, কেয়া দাস, অশোক পাঠক, দিলীপ দাস চাকলাদার, চঞ্চল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

জেজে–সনিরা আসছেন শীঘ্রই

সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে অনুশীলন শুরু মোহন ব্রিগেডের

অরিঞ্জয় মিত্র

মাঠে নেমে পড়ল মোহনবাগান। গত ২ বছরের সাফল্য ধরে রাখতে সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে পুরো টিম নিয়ে অনুশীলন শুরু করেছে সবুজ–মেরুন। আপাতত প্রথম লক্ষ্য হল আই লিগে গত দুবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। সর্বোপরি ফের একবার আই লিগ ময়দানের তাবুতে নিয়ে আসা। দুবছর আগে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসি, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে দূরে সরিয়ে এক যুগ পর আই লিগ ঘরে তুলেছিল সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে থাকা দল। গত বছরও মোহনবাগান যেভাবে খেলছিল তাতে মনে হচ্ছিল উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার মোহন ব্রিগেডের জাতীয় লিগ জয় পাকা। লিগের বেশ কয়েক ল্যাপ পর্যন্ত অনেকটাই এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। এর পরেই হঠাৎ করে ছন্দপতন। আর চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে আই লিগে নিয়ে গেল সুনীল ছেত্রীদের বেঙ্গালুরু। যদিও ধারাবাহিকতার বিচারে মোহনবাগান গত দুবছর যথেষ্ট ভালো করেছে। আই লিগ একবার জয় ও পরের বার রানার্স হওয়া ছাড়াও ঘরে এসছে ফেডারেশন কাপ। ফলে মোহনবাগানের পারফরমেন্সের গ্রাফ বেশ ওপরের দিকেই থেকেছে। তবে বেঙ্গালুরু এফসি যেভাবে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে ২ বার আই লিগ জিতেছে (একবার রানার্স) তা যথেষ্ট সম্ভ্রম জাগাচ্ছে তাদের প্রতি। এবারের আই লিগে এমন দুটি দল নতুনভাবে শুরু করছে যাদের আগামী দিনের কালো ঘোড়া মনে করা হচ্ছে। এদের মধ্যে পাঞ্জাবের মিনার্ভা ক্লাব যেভাবে কলিন টোলের মতো প্রশিক্ষক নিয়ে আসরে নামছে তা তথাকথিত বড় দলগুলিকে চাপে ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অতীতে জেসিটি মিলস ফাগোয়ারা, পাঞ্জাব পুলিশরা ওই রাজ্যের নাম রোশন করেছে। আশা করা হচ্ছে কলিন টোলের প্রশিক্ষণাধীন এই নয়া পাঞ্জাবী ব্রিগেড ঘুম কাড়বে অনেক বড় দলেরই। তাই ডেম্পো, সালগাওকরদের আই লিগে অতীত হয়ে যাওয়াকে আর পাত্তাই দিচ্ছেন না ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। বরং তাদের বক্তব্য হতে পারে এই নয়া দলের হাত ধরে অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠল এবারের আই লিগ। মোহন কোচ সঞ্জয় সেনও এই ফ্যাক্টর মাথায় রেখেছেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, অতীতে তাঁর কোচিংয়ে মোহনবাগান যে অসামান্য প্রদর্শনী মেলে ধরেছে তা এখন সম্পূর্ণ অতীত। সামনে এখন নতুন মাইলস্টোন গড়ার পালা। এবারের মরশুমে মোহনবাগান যে দল পেয়েছে তার অধিকাংশ ফুটবলার মোহন কোচের সুপারিশেই নেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য গত দু বছরের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বাগান কোচ সঞ্জয় গত দুবছরের অনেক সুপারস্টারকে ধরে রেখেছেন। বিশেষ করে জেজে ও সনি নর্ডির মতো সফল দেশি–বিদেশি তারকার জোড়া ফলা এবারেও মোহনবাগানের তুরুপের তাস হতে চলেছে। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছে ড্যারেল ডাফির মতো বিদেশি তারকা। যিনি গত মরশুমে সেভাবে খাপ খুলতে না পারলেও তার ওপর অগাধ আস্থা বাগান শিবিরে। ঘরের ছেলে হয়ে যাওয়া জাপানি বোম্বার কাটসুমি যথারীতি এবারেও টিম সঞ্জয়র অন্যতম প্রধান ভরসা। ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী নিয়েই সম্মুখ সমরে নামতে চলেছে বাগান। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই দলের অধিকাংশ তারকার কলকাতায় পৌঁছানোর কথা। এদের সবাইকে নিয়ে প্র্যাকটিস করে প্রথম থেকেই একটা সুর বেঁধে দিতে চান সফল কোচ সঞ্জয় সেন। প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের দল গড়া নিয়ে সমীহ ধরা পড়েছে চেতলা নিবাসী এই মোহন কোচের মুখে। বিশেষ করে ভারতীয় ফুটবলার রিক্রুটে ইস্টবেঙ্গল যে দক্ষতা দেখিয়ে তা স্বীকার করেছেন তিনি। তবে বিদেশি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল কতটা সফল হবে তা নিয়ে রীতিমতো সন্দিহান বাগান কোচ। উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গলের নয়া বিদেশি ওয়েডসনকে নিয়ে লাল–হলুদ সমর্থকরা বেজায় আশাবাদী। যথারীতি ওয়েডসন ঝড়ে বাগানকে কুপোকাৎ করে দেওয়ার জল্পনাও শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। এখানেই সঞ্জয় সেনের বক্তব্য, অনেক বিদেশিই আছেন যারা ফুটবলার হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু কলকাতার ফুটবল আবহে তারা নিজেদের ঠিকভাবে মানিয়ে নিতে পারেন নি। এই মন্তব্যে পরোক্ষে ওয়েডসনকে টার্গেট করেছেন মোহন কোচ। যদিও কলকাতার ফুটবল মহলের বক্তব্য আসল প্রমাণ মিলবে মাঠে, যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রসঙ্গত এবার টিম মর্গ্যান থেকে বাদ পড়া দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা ডু ডং কিন্তু গত কয়েকবছরে মোহনবাগানের কাছে যম হয়ে উঠেছিলেন। বাগানের সঙ্গে তাঁর সাফল্যও ছিল যথেষ্ট ভালো। সেই ডংকে মর্গ্যান ছেটে দেওয়ায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের একটা চাপা ক্ষোভ আছেই। এর মধ্যে আবার মর্গ্যানের পছন্দের বিদেশি ওয়েডসন সাফল্য না পায় তবে এই ইংরেজ কোচ বিরোধী স্লোগানে হয়তো মুখরিত হয়ে উঠবে আগামী দিনের লাল–হলুদ শিবির।

খুদেদের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জনস্রোত

অভীক মিত্র

খুদেদের উদ্যোগে ৮ ওভারের ললিপপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে জনস্রোত দেখল বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রাম। পরিচালনায় ছিল জেএনএস ক্রিকেট ক্লাব ও জিপি রয়্যালস স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। এক সপ্তাহ ধরে চলে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দশটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেমিফাইনাল থেকে জিতে ফাইনালে উঠে সোহেল টেলিকম ও নারায়ণপুর পশ্চিমপাড়া।

২৫ ডিসেম্বর দুপুর ৩টা ৫০ মিনিটে চিনপাই গ্রামের বিন্ধ্যাবনীর মাঠে ফাইনালে টসে জিতে সোহেল টেলিকম প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ৬১ রানে অল আউট হয়ে যায়। সোহেল টেলিকমের পক্ষে আসগর ১৩ বলে ২২ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নারায়ণপুর পশ্চিমপাড়া মাত্র ৪ ওভার ৫ বলে এক উইকেট হারিয়ে ৬২ রান তুলে ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন হয়। নূরে আলম ৯ বলে ১৬ রান ও ইমাম ১১ বলে ৩৩ রানের অপরাজিত এক ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দেয়। ইমামের এই ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও একটি ছয়। জয়ী দলকে দেওয়া হয় ৬০১ টাকা ও রানার্স দলকে দেওয়া হয় ৩০১ টাকার নগদ পুরস্কার।

ফাইনালে 'ম্যাচের সেরা' ইমাম ও 'সেরা বোলার' গিয়াস, সেরা আম্পায়ার রজতশুভ্র রায়ের হাতে মেডেল তিনটি তুলে দেয় জিপি রয়্যালস স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সম্পাদক তুহিন ঘোষ। ফাইনাল ম্যাচ দেখতে দর্শকের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। মাঠের বাইরে বক্সে বাজছিল বাংলা ও খেলার সুন্দর গান। ফাইনালে অনবদ্য আম্পায়ারিং করে দর্শকদের মন জয় করে রজতশুভ্র রায় ও সায়ন চক্রবর্তী। ফাইনালে ম্যাচের দুর্দান্ত ধারাবিবরণী দেয় সুন্দরম মজুমদার। ফাইনাল ম্যাচের শেষে মাঠে আতসবাজি পোড়ানো হয়।

জিপি রয়্যালস স্পোর্টস অ্যাকাডেমির সম্পাদক তুহিন ঘোষ, সদস্য সায়ন চক্রবর্তী (গিরি), সুন্দরম মজুমদার বর্তমানে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

যোগাসন প্রতিযোগিতায় চমক নবমিতার

রিম্পি ঘোষ

সদ্য সমাপ্ত জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের শ্যামসুন্দরপুরের মেয়ে নবমিতা দাশগুপ্ত। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৩৩০ প্রতিযোগীদের মধ্যে রিদমিক, যোগসুন্দরী, আর্টিষ্টিক ও রেনবো যোগা এই চারটি বিভাগে প্রথম হয়ে সবাইকে চমকে দিল নবমিতা। পশ্চিম মেদিনীপুরে রেনবো যোগা ইনষ্টিটিউশন পরিচালিত ও নর্থ কলকাতা যোগা কালচার অ্যান্ড মেডিটেশনের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যান্ডেলের বাসিন্দা নবমিতা দাশগুপ্ত। বাবা প্রতীপ দাশগুপ্ত ও মা মন্দিরা দাশগুপ্ত উভয়েই যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত। যে কোন খেলা খেলতে গেলে, শরীরকে নিরোগ ও ফিট রাখতে হলে সুঠামদেহী হওয়া প্রয়োজন। শরীরকে ফিট রাখার জন্য যোগাসনের থেকে বেশি উপযুক্ত আর কি হতে পারে! তাই বাবা মার অনুপ্রেরণায় মাত্র তিন বছর বয়সে স্থানীয় সাহাগ যোগব্যায়াম সমিতিতে যোগাসনের প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হুগলি জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সে। এরপর ২০১০ সালে হাওড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পায়। শুধু নিজের জেলা বা রাজ্যের মধ্যেই নয় রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত জাতীয় স্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয় নবমিতা।

মাত্র নয় বছর বয়সেই (২০১১ সাল) কর্নাটকে আয়োজিত জাতীয় আর্টিষ্টিক যোগাসন প্রতিযোগিতা ও পরের বছর হায়দ্রাবাদে আয়োজিত দ্বিতীয় এশিয়া যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থান দখল করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সে। যোগাসনের পাশাপাশি রিদমিক জিমন্যাষ্টিকেও সমান পারদর্শী নবমিতা। ইতিমধ্যেই পরপর দুবছর সোনারপুর ও উত্তরপাড়ায় আয়োজিত রাজ্যস্তরের রিদমিক জিমন্যাষ্টিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর শিরোপা লাভ করে নবমিতা। গত নয় বছরে অতুল্য ঘোষ স্মৃতি যোগাসন প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন, যোগসুন্দরী, তারকেশ্বরে আয়োজিত জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতার বিজয়ীর খেতাব ইত্যাদি অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে নবমিতার ঝুলিতে। ২০১৪ সালে টিভির পর্দায় কালার্স চ্যানেলে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়াস গট ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতার বিচারকমন্ডলীর বিচারে স্থান পায় নবমিতা।

এইরূপ অনন্য প্রতিভার অধিকারিনী নবমিতা যোগাসনের পাশাপাশি পড়াশোনাতেও তুখোড়। হুগলি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী নবমিতার প্রিয় বিষয় অংক। অবসর সময়ে আঁকতে ভালোবাসে সে। প্রিয় খেলোয়ার শচীন তেন্ডুলকর। অংকে তুখোর এই ছাত্রী ভবিষ্যতে বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায়। জাতীয় স্তরে যোগা প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে সেরার শিরোপা অর্জন করে মেয়েদের যোগ ব্যায়ামে সাড়া জাগালো ব্যান্ডেলের নবমিতা।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে যোগব্যায়াম সারা ভারতবর্ষে এক সাড়া জাগানো আইটেমে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় মানুষ থেকে ক্রীড়াবিদদের ধারণা যোগ ব্যায়ামের এই অনুকূল পরিবেশে নবমিতার মতো প্রতিভা বাংলা তথা দেশের গৌরব হয়ে উঠবে। তবে এখন থেকেই তার প্রতি যত্ন এবং আর্থিক স্পন্সরের প্রয়োজন। না হলে এমন প্রতিভা একদিন হয়তো হারিয়েই যাবে।

তিন চাকায় দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন গৌরহরি কবিরাজ

মলয় সুর

তিন চাকায় দুনিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভ্যান রিকশায় দেশের নানা প্রান্তে ৩৫ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছেন। চন্দননগর স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে বেশ কিছুটা সময় লাগে দেবীপুর নিবাসী গৌরহরি কবিরাজের এক চিলেকোঠার বাড়িতে যেতে। মানুষের বয়সই সব নয়। শরীরের বয়স বাড়ুক মনের বয়স বাড়তে না দিলেই হল। ইচ্ছাশক্তিই পারে সব কিছুকে কব্জা করতে। ১৯৭০ সালে প্রথম কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সাইকেল চড়ে পুরী যান। সেই শুরু। তারপর আর পিছনে ফেরার অবকাশ নেই। এরপর ৬ বার ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বর–কটক–পারাদ্বীপ–চিলকা–গোপালপুর শহর তার ভ্যান রিকশায় পরিক্রমা করেন। ২০১০ সালে স্ত্রী শুক্লা ও পুত্র পার্থ কবিরাজকে নিয়ে সপরিবারে ভ্যান রিকশায় একটা বড় ট্যুর করেছিলেন। ধানবাদ, দেওঘর, জসিডি, গিরিডি, রাজগীর হয়ে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ, বারানসী পর্যন্ত যান। তারপর ২০১৩ সালে চেন্নাই, তিরুপতি, পন্ডিচেরী, বেঙ্গালুরু, বিশাখাপত্তনম, রামেশ্বরম, মাদুরাই, এর্নাকুলাম, কোচি, হায়দ্রাবাদ হয়ে কন্যাকুমারীতে শেষ করেন। এই ষাটোর্ধ ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি পয়সা জমলেই পরিবার সঙ্গে নিয়ে রিকশায় দূর দেশ সফরে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি পেশায় রিকশা চালক। এই মানুষটার আচার–আচরণ অন্য রিকশাচালকদের থেকে একেবারে আলাদা। তার পেশার প্রতি সম্মান ও নিষ্ঠা আছে। চন্দননগর স্টেশনের কাছে সবার গৌরদা বলেই পরিচিত তিনি। এই চন্দননগর থেকে তিরুপতি– সহ সারা দক্ষিণভারত ভ্রমণ দর্শন করতে সময় লেগেছে তিনমাস। বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সমস্ত যাত্রার খরচ যোগানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খুবই অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়। তবে তাঁর নেশা দেশ পরিক্রমা।

গৌরবাবু এক নিঃশ্বাসে বলেন, আগের বাম সরকার এবং বর্তমান তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক নেতা আমলারা চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে রূপ পায়নি। শুধু ফাঁকা বুলি এবং ধোঁকা খেয়েছেন পার্টির একাধিক স্তরের নেতা কর্মীদের কাছ থেকে। কোনও সম্বর্ধনা বা শংসাপত্র জোটেনি। অন্যদিকে বর্তমান সরকার উৎসব ও সম্মান জ্ঞাপন করে চলেছেন। অথচ তিনি ব্রাত্য রয়েছেন। এ বছর ২০১৬তে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর স্ত্রী শুক্লাকে সঙ্গে নিয়ে দুইজন মিলে ভ্যানরিকশায় ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচি, রাজরাপ্পা বেড়িয়ে আসেন। ফেরার সময় ধানবাদ হয়ে আসেন। বিখ্যাত রাজরাপ্পা মন্দিরে পুজো দেন। পরেরদিন আবার যাত্রা রাঁচির উদ্দেশে। সেখানে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠে সমস্ত রাঁচি শহরকে দেখেন। কি সুন্দর জায়গা। রাতের আলোয় দেখলে মন ভরে যায়।

এই ভ্রমণে সময় লেগেছে পনেরো দিন। রিকশা চালিয়ে মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ায় গৌরহরিবাবু। তিনি কোনও কিছু তোয়াক্কা না করে ভ্যানরিকশায় প্রচার করেন পরিষেবা সচেতনতা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে। উল্লেখ্য, একমাত্র ভদ্রেশ্বরের 'ভ্রমণ আড্ডা' সংস্থার কর্ণধার শক্তি ভট্টাচার্য তাঁকে সংবর্ধিত করেন। সুখ দুঃখ মিশিয়ে দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা গৌর কবিরাজ। গৌরবাবু বলেন, অনেকেই বাসে, প্লেনে, টেন পথে বা জাহাজে ভ্রমণ করেন, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। এর ফলে সেই দেশের ভাষা আদব কায়দা ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারা যায়। ইতিমধ্যেই তিনি বাংলা ও হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলেগু, কন্নড় ভাষা আয়ত্ত করেন। প্রসঙ্গত, ষাট পেরনো তরুণ গৌরহরি ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে পাড়ি দিতে চান বেনারস কাশীধামে। কাশীর বিখ্যাত মন্দির দর্শন করে দেওঘর রওয়ানা দেবেন। গৌরহরিবাবুকে অভিযানে আমাদের তরফ থেকে আগাম অভিনন্দন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

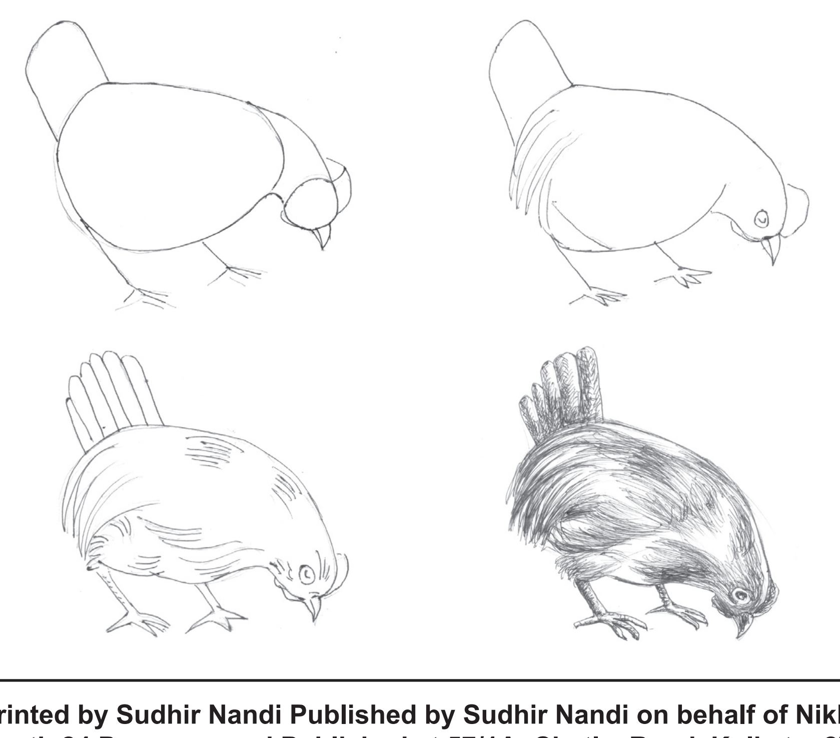

সান্তার অপেক্ষায়

প্রিয়ম গুহ

সেবার পরীক্ষাটা হয়ে গেছিল অনেক আগেই। ভরা ছুটির মধ্যে এল বড়দিন। সবাই বলে যীশুখ্রিস্টের এই জন্মদিনেই নাকি দিনটা বড় হয়। এদিনে আনন্দের শেষ নেই। সকলে মিলে ঠান্ডার আমেজে ভিক্টোরিয়া থেকে গঙ্গার ধার, ময়দান থেকে প্ল্যানেটোরিয়াম, চিড়িয়াখানা থেকে নিকোপার্ক ঘুরে বেড়ানোর আনন্দই আলাদা। তার কয়েক দিন পরেই এল নতুন বছরের প্রথম দিন। হ্যাপি নিউ ইয়ার। কিন্তু রাহুলের মুখ ভার। কত করে বাবা মাকে বলল রাহুল। শুধু অফিস, মিটিং আর অ্যাপয়েন্টমেন্টের ছুতো দিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখল রাহুলকে। কি আর করে, জলে ভেজা ভারি চোখের পাতা কখন যে বুঁজে এসেছে বুঝতেই পারেনি রাহুল। চোখ বুঁজতেই অবাক কাণ্ড। মাথায় তারার ফোয়ারা নিয়ে হাজির আস্ত এক সান্তা। ছোলা কাঁধে এক ঝটকায় রাহুলকে নিয়ে স্বপ্নের দৌড়। সামনে ভিক্টোরিয়ার মাঠ, ময়দানের সবুজ ঘাস, চিড়িয়াখানার সাপের ঘর, নিকোপার্কের ইয়া বড় দোলনা। সারা দিন শুধু খাওয়া, খেলা আর আনন্দের ফোয়ারা। হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ। চোখ মেলতেই সান্তা উধাও। সামনে মা। তবে যাওয়ার সময় সান্তা বলে গেল আবার আসছি।

সেই থেকে প্রতিদিন দুপুর বেলায় ফাঁকা বারান্দাটায় রাহুল দাঁড়িয়ে থাকে সান্তার অপেক্ষায়।

রুদ্রাভ মজুমদার, দ্বিতীয় শ্রেণি, লিটিল স্টেপ স্কুল, গার্ডেনরীচ

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com